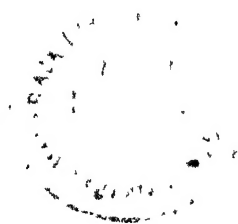


সবার উপরে মানুষ সত্য

[অক্ষবহুল একাক্ষ নাটক]

শচীন সেন গুপ্ত



ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট

কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৬৩

মূল্য দেড় টাকা

৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট কলিকাতা-৬ ডি এম লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপাল
দাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ১২, গোরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৬ উমাশঙ্কর প্রেস হইতে শ্রীঅনাদি নাথ কুমার কর্তৃক মুদ্রিত।

বাটকে ঘাদেবকে রূপ দেওয়া হয়েছে

সুপ্রভা

সদানন্দ

জুলিয়াস সিজার

হ্যানিবল

ক্লিওপেট্রা

সম্রাট কনস্টান্টিন

সেইন্ট পল

কাল' মাক্স'

শ্রীচৈতন্য

সবার উপরে মানুষ সত্য

[অন্ধবহুল একাক্ষ নাটক]

মিশরের গীজা মরু-কানন। উঁচু-নৌচু বালিয়াড়ীতে সিন্ধু একটি
খজুর কুঞ্জ। খেজুর গাছের ফাঁক দিয়া বিখ্যাত Sphinx (নরসিংহ রূপ)
মূর্তিটি দেখা বাইতেছে। তাহারও পিছনে পিরামিডের সারি।
অন্তগামী সূর্য্যের আলোয় সেগুলি নানা বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে।
আকাশ নীল। মঞ্চের স্রুগ্ধ দিকে একটা উঁচু ডিবিবর উপর একটি
ভারতীয় তরুণী পিরামিডের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।
অপেক্ষাকৃত নীচু বায়গায় দাঁড়াইয়া এক ভারতীয় তরুণ তাহার ন্যাপ
লইতেছে। ক্যামেরার শব্দ হইতেই তরুণী ঘাড় ঘুরাইয়া কহিল :
সুপ্রভা। অল্পপন !

[ক্যামেরা বন্ধ করিতে করিতে তরুণ জিজ্ঞাসা করিল]

সদানন্দ। কি ?

[ক্যামেরার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তরুণী কহিল]

সুপ্রভা। এই পিরামিড।

সদানন্দ। তার ?

সুপ্রভা। আর এই সিন্ধুস ।

সদানন্দ। আর ?

সুপ্রভা। আর আবার কি ?

[সুপ্রভা উঁচু হইতে নীচুতে নামিল]

সদানন্দ। খেজুর ?

সুপ্রভা । হায়রে !

[সুপ্রভা বসিয়া পড়িয়া ।]

সদানন্দ । কী হোলো !

সুপ্রভা । স্বর্গ থেকে পাতালে ! পিরামিড থেকে থেজুরে !

সদানন্দ । বলনা, কেমন ?

[সুপ্রভার পাশে বসিল । সুপ্রভা হাসিয়া বলিল]

সুপ্রভা । মিষ্টি ।

সদানন্দ । তার চেয়েও মিষ্টি...

সুপ্রভা । কি ?

সদানন্দ । ডালিমের দানা ।

সুপ্রভা । মরতে ডালিম জন্মায় না ।

সদানন্দ । কিন্তু পাওয়া যায় ।

সুপ্রভা । কোথায় ?

সদানন্দ । দেখিয়ে দিচ্ছি । ভ্যানিট ব্যাগটা দাও ।

[হাত বাড়াইয়া দিল]

সুপ্রভা । কেন ?

সদানন্দ । এখনো একটু আলো আছে । ছোট্ট আরসিখানা তোমার মুখের সামনে ধরলেই দেখতে পাবে রসে-তুলতুল গোলাপী ওই অধরের ফিন-ফিনে পর্দার নীচে কি অমৃতই জমে উঠেছে ।

সুপ্রভা । ভালগার !

[সুপ্রভা সরিয়া বসিয়া কহিল ।]

সদানন্দ । এমন কাব্য মাখিয়ে বল্লাম, তবুও ?

সুপ্রভা । ওর মূলে আছে নিছক ভাঙ্গারিটি !
 সদানন্দ । রিয়ালিটিও বটে ।

[চ্যালেঞ্জ দিয়া কহিল সুপ্রভা]

সুপ্রভা । রিয়ালিটি !
 সদানন্দ । পশু-পাখীর পক্ষে নয়, মানুষের পক্ষে নিশ্চিতই ! দাও ।
 সুপ্রভা । দোব না ।
 সদানন্দ । কি !
 সুপ্রভা । ভ্যানিটি ব্যাগ ; আরসি ।

[তাহার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া সদানন্দ কহিল]

সদানন্দ । আর ডালিমের দানার স্বাদ ?
 সুপ্রভা । তার জন্ত এই মরুতে আসবার কী দরকার ছিল, শুনি ?
 সদানন্দ । মরু তৃষ্ণা জাগায় ।
 সুপ্রভা । দেশে ত শুনিছি সুন্দরীরা তোমার পাশে পাশেই থাকত ।
 সদানন্দ । আস্তানির পাশে ফ্রাভিয়াও ছিল, বহু রোমান কামিনীও
 থাকত শুনিছি । তবুও আসতে হোলো তাঁকে এই মিশরে,
 ক্রিওপেত্রার আকর্ষণে ।
 সুপ্রভা । কিন্তু আমি ত জানি জুলিয়াস সীজারই পাঠিয়েছিলেন
 তাঁকে ।
 সদানন্দ । সে ত বার্ণার্ড শ'য়ের কল্পনা ।
 সুপ্রভা । বার্ণার্ড শ' রোমকে ভালো করে জেনেছিলেন বলেই ওই
 কল্পনা করেছিলেন ।
 সদানন্দ । বথা ?

সুপ্রভা। সীজার মিশরকে বোম কবতে চেয়েছিলেন, বোমকে চেয়েছিলেন গ্রীস করতে। কিন্তু কিছুই পারলেন না।

সদানন্দ। সীজার মিশর দখল করেছিলেন।

সুপ্রভা। কিন্তু নীল-নদকে টাইবার করতে পারেন নি, আলেক-জান্দ্রিয়াকে রোম করতে পারেন নি। তাই তিনি পাঠিয়েছিলেন কন্দর্পকাস্তি আস্তনিকে।

সদানন্দ। উদ্দেশ্য ?

সুপ্রভা। সীজারকে দিয়ে শ' বলিয়েছিলেন—আমি তোমাকে এমন একটি পুরুষ পাঠিয়ে দোব, যার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত পুরোপুরি রোমান। সে রোমান বয়েসে এমন পাকেনি যে, দেখলেই ছুরি দিয়ে কেটে দেখতে তোমার লোভ হবে। সে রোমানের বাহু শীর্ণ নয়, হৃদয় ঠাণ্ডা নয়। সে রোমান দিখিজরীর জয়মুকুট দিয়ে মাথাব টাক ঢেকে রাখে না। কাঁধে অর্ধ পৃথিবীর বোঝা তুলে নিয়ে, সে রোমান কুস্তির মতো হাজ হয়ে জীবন-পথেব অন্ত খোঁজে না। সে রোমান প্রাণ-প্রাচুর্যে উচ্ছল, যৌবন-জোয়াবে টলটল, শক্তিমান, স্বাস্থ্যবান, নিরুণম সুন্দর সে রোমান। শীর্ণ এই সীজাবেব যায়গায চাও তুমি তাকে ? জুলিয়াস সীজারকে দিয়ে এই প্রশ্ন কবিয়েছিলেন শ' মিশরের রাণী নীল-নন্দিনী ক্রিওপেত্রাকে।

সদানন্দ। ক্রিওপেত্রা কি বলেন ?

সুপ্রভা। নাম জানতে চাইলেন।

সদানন্দ। জবাব ?

সুপ্রভা। পেলেন ;—মার্ক আস্তনি।

সদানন্দ। প্রতিক্রিয়া ?

- সুপ্রভা। জপিতে জপিতে নাম অবশ হইল প্রাণ, নিশ্চিতই নয়।
- সদানন্দ। তবে ?
- সুপ্রভা। ক্রিওপেত্রা দাবী জানালেন।
- সদানন্দ। দাবী !
- সুপ্রভা। হ্যা, দাবী, তুলবে না বল !
- সদানন্দ। সীজার কি বলেন ?
- সুপ্রভা। ক্রিওপেত্রার ললাটে ছোট্ট একটি চুমু রেখে বলেন, তুলবনা। তারপর দাঁড়ালেন গিয়ে তাঁর সৈন্তদের পুরোভাগে। অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত হোলো—হেইল সীজার !
- সদানন্দ। ক্রিওপেত্রা কি করলেন ?
- সুপ্রভা। চূপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিন্দু বিন্দু অশ্রু তাঁর গোলাপী-গাল বয়ে বুকের উপত্যকায় ঝরে পড়তে লাগল। আর সীজারের জাহাজগুলো আকাশ-সমুদ্রের ঘন-নীলিমায় মিলিয়ে গেল।
- সদানন্দ। ক্রিওপেত্রা কি জুলিয়াস সীজারকেও ভালো বেসেছিলেন ?
- সুপ্রভা। শ' আপেল্লোদোরাসকে দিয়ে সাঙ্ঘনা দিইয়েছিলেন, সীজার আবার ফিরে আসবেন। ক্রিওপেত্রা জানালেন, সে আশা তিনি রাখেন না; আবার সঙ্গে সঙ্গেই শোনােলেন—তবুও পারলাম না; টেকো, বুড়ো, শীর্ণ ওই সীজারের জন্ত না কেঁদে আমি থাকতে পারলাম না।
- সদানন্দ। সীজার ফিরে এসেছিলেন।
- সুপ্রভা। সেক্সপীয়ারের নাটকে, শ'-এর নাটকে নয়। আর সেক্সপীয়ার এনেছিলেন সীজার অক্টেভিয়াসকে, জুলিয়াস সীজারকেও নয়।
- সদানন্দ। কোনটা ভালো ?

সুপ্রভা । সেক্ষমপীয়ার প্যাণনকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন । তাই তিনি লিখেছিলেন আস্তনি আর ক্লিওপেত্রা । শ' চেয়েছিলেন মানুষকে রূপ দিতে । তাই তিনি লিখেছিলেন সীজার আর ক্লিওপেত্রা ।

সদানন্দ । চেয়েছিলেন বলচ কেন ? শুনে সন্দেহ হয় কেউ যেন সফল হননি ।

সুপ্রভা । তাই যদি বলি ?

সদানন্দ । আমি বলব বুঝিয়ে দাও ; আর কেউ শুনলে বলবে তুমি পাগল ।

সুপ্রভা । আর কেউ তোমার মতো নির্বোধ নয় । সবাই বড বড বই পড়ে ; তত্ত্ব কথা তাই থেকে জেনে নেয় । তাবা মানে জ্ঞান থাকে পুঁথির পাতায় পাতায়, আর অজ্ঞান থাকে মনের পরতে পরতে । তাই পবমানন্দে তারা পুঁথিই পড়ে, মাণ্ডষের সংস্রবে থেকে মাণ্ডষেব মনোব কথা লেনে নিতে চায় না ।

সদানন্দ । তবে আমিও নির্বোধ নই ।

সুপ্রভা । প্রমাণ ?

সদানন্দ । ভুলেও আমি পুঁথির পাতা ওল্টাই না, শুধু মলাটই দেখি ।

সুপ্রভা । আর মনেও দাও না মন ।

সদানন্দ । সারা মন তুমিই যে দখল করে বসে আছ ।

সুপ্রভা । এতক্ষণ ত ক্লিওপেত্রার কথাই জানতে চাইছিলে ।

সদানন্দ । সেটা স্থান-মাহাত্ম্যে । এই সন্ধ্যায়, এই মিশরি-আকাশের নীচে, মিশরি-হাওয়ার স্পর্শে প্যাশন ..

সুপ্রভা । গ্রাও-প্যাশন হবার জন্তে পাখা মেলে দিতে চায়, না ?

সদানন্দ । তা কি চায় না ?

সুপ্রভা । হাশ্বকরও হয় । এখন শোন, শ' সীজার আব ক্রিওপেত্রাব
সংক্রান্ত অনেকটা পিতা-পুত্রের সংস্করণ মতোই করেছিলেন ।
সেকসপীয়ার ক্রিওপেত্রাকে দেখিয়েছেন জুলিয়াস সীজাবের
মৃত্যুর পর । আর প্রত্যেক লিখে গেছেন ক্রিওপেত্রা অনেক
দিন রোমে ছিলেন জুলিয়াস সীজাবের ভোগ্যা হয়ে ।

সদানন্দ । বহুশ্রমী নারী কিনা ! তাই এই অস্পষ্টতা ।

সুপ্রভা । তা ত বটেই ! কিন্তু তুমি কোন্ ক্রিওপেত্রাব দশন
কামনা কর ?

সদানন্দ । মানে ?

সুপ্রভা । ক্রিওপেত্রা একজনই ছিলেন না । টলেমীদের সব রাণীকেই
ক্রিওপেত্রা বলা হতো ।

সদানন্দ । সবাই সমান প্যাশনিধিতা ছিলেন ।

সুপ্রভা । প্যাশনিধিতা ।

সদানন্দ । হুঁ, শব্দটা তৈরি করলাম । যাকে দেখলে ত বটেই,
স্বপ্ন করলেও প্যাশনিধিতা গ্রাও-প্যাশনিধিতা হতে চায় ।

সুপ্রভা । এমন !

সদানন্দ । এমন ! পাবার প্রবল কামনাই যে প্যাশনিধিতা ।

সুপ্রভা । কি পাবার ?

সদানন্দ । দেহ, মন, প্রেম, প্রীতি ।

সুপ্রভা । আর কাকুন পাবার ?

সদানন্দ । তাও ।

সুপ্রভা । আর জমি কেড়ে নেবার ?

সদানন্দ । তাও ।

সুপ্রভা । আর পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বি থাকবার জন্ত জেনোসাইড,
অর্থহীন, জনহত্যা করবার ?

সদানন্দ । তাও । ওই প্যাশনই ত যুগে যুগে যুগে মানুষকে বড় করেছে ।

সুপ্রভা । তাই নাকি !

সদানন্দ । আলেকজান্দারের কথা ভাব, সীজারনের কথা ভাব, সাম্রাজ্যবাদের কথা ভাব, ধনতন্ত্রের কথা ভাব । মূলে আছে পাবার প্রবল কামনা । মানি, তারও মূলে রয়েছে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, যাদেরকে বলা হয় রিপু । কিন্তু ওই রিপুর তাড়না যদি না থাকত, তাহলে গুহাবাসী মানুষ কিছুতেই আজ এমনটি হতে পারত না !

সুপ্রভা । গুহাবাসী মানুষ তাহলে আজ আকাশ-পথে' পাহাড়, সাগর, মরু, প্রান্তর, অতিক্রম করতে পারত না ?

সদানন্দ । পারত না-ই ত ।

সুপ্রভা । রেল, জাহাজ, ইলেক্ট্রিসিটি ?

সদানন্দ । শব্দগুলোই জানত না ।

সুপ্রভা । মিল ফ্যাক্টরি ?

সদানন্দ । কিছু না, কিছু না ।

সুপ্রভা । র‍্যাটমিক একস্প্লোশন ?

সদানন্দ । র‍্যামোচন্দ্র ।

সুপ্রভা । নিউক্লিয়ার সায়েন্সের দৌলতে মানব কল্যাণ ?

সদানন্দ । শব্দেও ভাবতে পারত না । সবই প্যাশনের ফল ।

সুপ্রভা । আচ্ছা, বলতে পারি আলেকজান্দার যদি অমর হতেন, তাহলে কি হতো ?

সদানন্দ । পৃথিবী এতদিনে ভূশ্বর্গ হতো ।

সুপ্রভা । ঠিক জান ?

সদানন্দ । জানি বৈকি ! আলেকজান্দার না হলে আলেকজেন্দ্রিয়া

গড়ে উঠত না। তা না উঠলে টলমৌরা প্রতিষ্ঠা পেতনা।
আর তা না পেলে ক্রিওপেত্রাও জন্মাতো না।

সুপ্রভা। কিন্তু আলেকজান্ডার জেনেছিলেন মাহুঘের কী সর্বনাশই
তিনি করেছেন।

সদানন্দ। তা আবার কবে জানলেন!

সুপ্রভা। জেনেছিলেন ভারত জয় করতে গিয়ে; জেনেছিলেন
আর্য্য-বৌদ্ধ ভারতের মরণজয়ী জীবন দেখে; জেনেছিলেন
পুরুষ পরিচয় পেয়ে; জেনেছিলেন অশোকের ঠাকুর্দা
মৌর্য্য চক্রগুপ্তকে দেখে।

সদানন্দ। এবার যা বলে, তা কিন্তু শ্রেফ সভিনিজম, ম্যান
আনরেটেইনড প্যাশন অব পেট্রিয়টিজম। গ্রীসের শক্তির
সঙ্গে ভারতের শক্তির তুলনা কর তুমি!

সুপ্রভা। আলেকজান্ডার করেছিলেন। তুলনা করেই তিনি
বুঝেছিলেন যে, ভারতের সভ্যতা শহুরে সভ্যতা নয়, দুর্গ-
প্রাকারের সভ্যতা নয়, অসির ঝলকে ঝলকে প্রকট হয়,
এমন সভ্যতাও নয়; বুঝেছিলেন ভারতের সভ্যতা অক্রোধের
সভ্যতা, অহিংসার সভ্যতা, আত্মদানের সভ্যতা, সম্বন্ধের
সভ্যতা। তলোয়ার আর আগুন দিয়ে, জনহত্যার সম্রাস
সৃষ্টি করে, সে সভ্যতাকে ধ্বংস করা যাবেনা।

সদানন্দ। কাকে বলেছিলেন সে-কথা?

সুপ্রভা। নিজের মনকে। তিনি ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়েই পেছন
পানে চেয়ে দেখতে পেলেন নানা সভ্যতার চিতাচুল্লী,
দেখতে পেলেন আশানের পর আশান,—সিডন, টায়ার,
গাজা, সুসা, পার্সিপোলিস, ব্যাবিলন, সবই আশান, শুধুই
আশান। ভারাক্রান্ত স্বপ্নে সিঙ্কনদ বয়ে ফিরে এলেন তিনি

পারন্তে। ভাবলেন ব্যাবিলনকে তিনি বাঁচিয়ে তুলবেন গ্রীকরক্ত ট্রানস্ফিউজ করে। তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষদের আদেশ করলেন ব্যাবিলনিয়ান-সুন্দরীদেরকে বিয়ে করতে। কেউ কেউ তা করলেনও। এমনই একটি বিয়ের উৎসবে মত্ত অবস্থাতেই মনের তাপ জ্বরের উত্তাপ নিয়ে জ্বলে উঠে তাঁর মৃত্যু ঘটালো। গ্রীক সাম্রাজ্যের চূড়াটিই শুধু ধ্বংস পড়লনা, সমগ্র সৌধটিই ধূলিসাৎ হোলো।

সদানন্দ। কিন্তু গ্রীসের জ্ঞানের আলো অম্লানই রইল।

সুপ্রভা। জ্ঞান আর অজ্ঞানই ছিল গ্রীকদের গোরব। একটি তাদেরকে টানাছিল উদ্বেগ, আর একটি নিচে। সমন্বয়ের সন্ধান তারা পেল না। অবিরত ক্ষীত আর সমুচিত হতে হতে গ্রীক-সভ্যতা ফেঁসে গেল।

সদানন্দ। কী যে বল তুমি!

সুপ্রভা। ঠিকই বলি। ডেমোক্রেসী, আর দাসত্ব; স্বাধীন মত ব্যক্ত করতে দেবার প্রতিশ্রুতি, আর সক্রетিসকেও হত্যা করা; পোর-রাষ্ট্রগুলির প্রাণঘাতী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আর গ্রেটার গ্রীসের পরিকল্পনা, তেল আর জলের মতো পাশাপাশি মিতালি করে রইল না, অবিরত বিস্ফোরণ ঘটাতে লাগল। সে বিস্ফোরণ থেকে আলো অবশ্য নির্গত হলো, কিন্তু গ্রীস গেল।

সদানন্দ। একটা মাল্লমের মতো একটা সভ্যতারও মৃত্যু ঘটে।

সুপ্রভা। সভ্যতা মরে না, রূপান্তরিত হয়। কিন্তু গ্রীসের পতনের চিত্র ভাবতে বসলেই মনে হয় জোড়া-জোড়া সাপ যেন জড়া-জড়ি করে পাহাড়ে-প্রান্তরে-সাগরে পরস্পরকে গিলে খাচ্ছে। সে এক নিদারুণ স্থিতি! শুধু ভয় করা, শুধু

প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা, ভূমি, নারী, দাস, দেবতা, সবাইকেই বশ কবে বাধাষ্ট গ্রীকদের চরম লক্ষ্য কবে দেখিয়েছেন গ্রীক কবি হোমার। নিজে অন্ধ হয়েও গ্রীসকে তিনি দেখেছিলেন নিভুল কবে, বিশ্বব্যব রূপ দিয়ে তা প্রতিফলিত কবেছিলেন, ইলিয়াডে-ওডেসসোতে। কিন্তু তাঁর প্রতিফলিত স্পর্শ কাব্যকে যেমন মনোম কবেছে, মানুষকে কি তেমন কবেছে? মানুষ মাত্রই কি তাবকাশ্য, বস্তাস্রব, কংস. তিব্রকশিপি ?

সদানন্দ। তখনকার দিনে সব মানুষই ওই বকম ছিল।

সুপ্রভা। দর। তখন বুদ্ধ এসেছেন, কনসিয়াস এসেছেন, তার আগে এসেছেন বেদ উপনিষদের ঋষিরা, বাল্মীকীও এসেছেন, এসেছেন নাট্যশাস্ত্রবিদ ভবত। তাঁদের কেউ বলেননি বলাৎকার কব, জয় কব, ধ্বংস কব, ধ্বংস কব, মানুষকে দাস কবে দেশে দেশে বেচে দাও। ভাবত অস্রবেব কল্পনা কবেছিল। কিন্তু সকল অস্রকে অস্তিমে স্রবে কপান্তবিত কবেছিল, আব স্রবাস্রবকে দিয়ে কাল-সমুদ্র মন্বন কবিষে অমৃতও তুলিয়েছিল।

সদানন্দ। অমৃত গ্রীসও তুলেছিল।

সুপ্রভা। কিন্তু এমনই বিবেক বস্তা বহিয়েছিল যে, সক্রোতিসও সব বিষ কণ্ঠে ধাবণ কবে নীলকণ্ঠ হতে পাবলেন না! তাঁর ত মৃত্যু ঘটলই, সাবা সমাজ-দেহ বিধে জর্জরিত হলো। হ্রায়ের যুক্তি দিয়ে, দার্শনিক বিচার দিয়ে, সব কিছু বিজ্ঞা-নের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার কল্পনা দিয়েও নৈয়মিকরা, দার্শনিকরা, বিজ্ঞানীরা পারলেন না জাতির ট্রাজিক পরিণতি রোধ করতে।

সদানন্দ । আর নাট্যকাররা ?

সুপ্রভা । তাঁরা বলেন নিয়তিকে বশ করা যায় না, পাগকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, জৈব-প্রবৃত্তিকে বুদ্ধির শাসন দিয়ে সংবত রাখা যায় না । সমস্বয়ের কথা, রূপান্তরের কথা, তাঁদেরও কল্পনায় এলনা । তাঁরা তাই বজ্রধর হলেন । মনকে আঘাত জানাই হোলো তাঁদের কাজ । শক-খেরাপিকে দিলেন তাঁরা সব চেয়ে মর্যাদা । ট্রাজেডিতে হলেন তাঁরা সিদ্ধহস্ত ।

সদানন্দ । কিন্তু ট্রাজেডিই ত সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে সর্বত্র স্বীকৃতি পেয়েছে ।

সুপ্রভা । দূরে থেকে যারা মানুষের দারিদ্র্যকে, অমের মর্যাদাকে, বাহবা দিয়ে কর্তব্য পালন করেছে, তারাই ট্রাজিডিকে স্বীকৃতি দিয়েছে । কিন্তু মানুষকে যারা মনে-প্রাণে ভালো বেসেছেন, মানব-কল্যাণে যারা আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁরা মানুষের ছুঃখে দৈন্যে মানুষের কষ্টলগ্ন হয়ে মানুষের কানে-কানে আশার বাণীই শুনিয়েছেন, বনতম অন্ধকাবেও আলো জেলে ধরেছেন ; প্রমাণ দিয়ে, প্রত্যয় নিয়ে, শুনিয়েছেন মানুষ অমৃতের পুত্র, অমৃতের অধিকারী । তাঁরা বজ্রনাদ করেননি, তাঁরা জীবনামৃত বর্ষণ করেছেন ।

সদানন্দ । তোমার কথাগুলো শুনে মন্দ লাগেনা, কিন্তু মন কেন যেন তাতে সায় দেয় না ।

সুপ্রভা । একটু ভাব । ভেবেই বল মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করা কি একটা ট্রাজিক ঘটনা ?

সদানন্দ । তা আর মানি কি করে ! মানুষই যদি না হতাম, তোমার মতো দেবীর দয়া কি পেতাম ?

- সুপ্রভা । স্বীকার করছ দয়া পেয়েছ ?
- সদানন্দ । দয়া পেয়ে ধন্য হয়েছি বলেই ত প্রেমেরও প্রত্যাশা আছে ।
- সুপ্রভা । এইবার বলত তোমার এই প্রত্যাশা কি ট্রাজেডিতেই সার্থক হবে ?
- সদানন্দ । তা কেন হবে ! তা হলে আমি যে কৈদে কৈদে মরে যাব । আর তারপর যদি নরকে যাই সেখানেও কাদব, স্বর্গে যাই যদি সেখানেও কাদব ।
- সুপ্রভা । মর্মে থেকেও কতদিন কৈদেছ আমারই কাঁধে মাথা রেখে ।
- সদানন্দ । সে ত তোমার মনে প্রেমের ফুল ফুটিয়ে তুলতে ! ফুল একবার ফুটলেই তোমাতে আমাতে মহামিলন, অনির্বচনীয় মেলডি, অবিচ্ছিন্ন কমেডি ।
- সুপ্রভা । মায়াবের মনে প্রেমের ফুল না ফেটাই তাহলে ট্রাজেডি ?
- সদানন্দ । তুমি যেন তোমার ভূগ থেকে বেছে বেছে তীর বার করছ আমাকেই ঘায়েল করবার জন্তে ।
- সুপ্রভা । তোমাকে ঘায়েল করতে আবার তীরের দরকার হয় নাকি ।
- সদানন্দ । যা দিয়ে পার, তা দিতেও যে কার্পণ্য কর । চেয়েছিলাম ত ডালিমের দানার স্বাদ !
- সুপ্রভা । অপব্যয় হতায় । গ্রীকরা মানব-শক্তিৰ অপচয় ঘটিয়েছিল ।
- সদানন্দ । তাবা ত নেই আর, কবে মবে ভূত হয়ে গেছে ।
- সুপ্রভা । ভূত-যেও যোগোত্তীর্ণ হবেই বেঁচে আছে । যে জাতি বড় হচ্ছে, সেই ভূত তারই কাঁধে ভর করেছে । প্রমাণ তার প্রতিবেশী, রোম !
- সদানন্দ । নাঃশে বিজয়ায় সজ্জা !
- সুপ্রভা । কি হোলো !
- সদানন্দ । ট্রাজেডি ! এমন রাতটা বিফলেই গেল । গ্রীস শেষ করে

তুমি এখন রোমের রোমাঞ্চকর বর্ণনায় প্রমত্ত হবে বলেই মনে হচ্ছে।

সুপ্রভা। তাই ত হবে।

সদানন্দ। দেন ইট ইজ হোপলেস !

সুপ্রভা। আরে বোকা ! তা যদি না হয়, তাহলে তোমার রোমটিক করনা যে এই মন্দির হাওয়া ; মাথা খুঁড়ে মরে যাবে। প্যাশন গ্রাণ্ড প্যাশন হবার আর অবসর পাবেনা। ক্লিওপেত্রা কিসের লোভে মূর্তি ধরে তোমার সামনে এসে দাঁড়াবেন ?

সদানন্দ। ইউরেকা ! ইউরেকা !

সুপ্রভা। মানে !

সদানন্দ। এই মিশরি-মায়াব্রাতি তোমার অন্তরের সেই চিরন্তন নারীকে টেনে বার করেছে।

সুপ্রভা। কোন্ চিরন্তন নারীকে ?

সদানন্দ। যিনি সত্য ইখ্যাতি, সর্বদা সন্দিগ্ধা, ছায়ায় কাষাভ্রমে নিরন্তর প্রকুপিতা, কলহরতাও বটেন !

সুপ্রভা। প্যাশনঘিতা বলতে তুলে গেলে যে !

সদানন্দ। তেমন তেমন লক্ষণ প্রকাশ পেলে কি আর ভুল করতাম, ভুজপাশে বেঁধে ফেলতাম না ! এই, এমনি করে ?

সুপ্রভা। কর কি ? থাম, থাম !

সদানন্দ। কেন ! কেউ ত কোথাও নেই !

সুপ্রভা। নেই বলছ কি ! জোড়া জোড়া চোখ আমাদের দিকে অপলক চেয়ে রয়েছে।

সদানন্দ। ষাঁ ?

সুপ্রভা। ই্যা।

সদানন্দ। কাদের চোখ ?

- সুপ্রভা। টলেমীদের, ফাবাওদের, সীজারদের, বর্তমান কালের সকলের।
- সদানন্দ। সকলের!
- সুপ্রভা। সকলের। মাঘ স্নেহ-খাল ইউজাস'দেরও।
- সদানন্দ। বিশ্বশুদ্ধ সবাই আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে!
- সুপ্রভা। শুধু কি তোমার আর আমার দিকেই?
- সদানন্দ। তবে?
- সুপ্রভা। পৃথিবীর সকল তরুণ-তরুণীর দিকে।
- সদানন্দ। কেন?
- সুপ্রভা। আজ যে বিচারের দিন এসেছে।
- সদানন্দ। কিসের বিচার?
- সুপ্রভা। শক্তিমানরা যুগে-যুগে যে অন্যায় ব্যাভিচার করে এসেছে তার।
- সদানন্দ। বিচারক কে?
- সুপ্রভা। আমরা।
- সদানন্দ। তুমি আর আমি...বিচারক!
- সুপ্রভা। শুধু তুমি আর আমি কেন, সকল দেশের সকল তরুণ-তরুণী।
- সদানন্দ। আমাদের অধিকার?
- সুপ্রভা। উত্তরাধিকার স্বত্রে আমরাই ত অধিকারী। আগামী দিনে আমরাই ত পৃথিবীর রূপ ফুটিয়ে তুলব।
- সদানন্দ। গ্রীসের যে ভূতের কথা বলছিলে একটু আগে, তা কি উপযুক্ত কোন মিডিয়াম না পেয়ে অবশেষে তোমারই কাঁধে ভর করল?
- সুপ্রভা। না, গুর এখনো করেনি। তবে তার ভরসাই আমরা, বিশ্বের তরুণ তরুণীরা।

সদানন্দ । না, না, আমি কোন ভূতের মিডিয়াম হতে পাববনা । ভূতে
আমার বড় ভয় ।

সুপ্রভা । কিন্তু আর একটা বিশ্ববুদ্ধ যদি ওরা বাধিয়ে দিতে পারে,
তাহলে তরুণ-তরুণীদের কাঁধে ভূত এসে ভর করবেই !
যে অন্ত্রায় ওরা করেছে স্বদূর এবং অদূর অতীতে, সেই
অন্ত্রায় আমাদের দ্বিগুণে ওরা করিয়ে নেবে । তাতে করে
আমরাও ভূত হয়ে যাব । বিচার করবার কোন অধিকারই
তখন আর আমাদের থাকবে না । ওরা বে সব-মাথাই
স্টাড়া করে দিতে চায় !

সদানন্দ । ঠিক বলেছ তুমি । ভয় করলেই ওরা পেয়ে বসবে । ভয়
আমরা করব না । বল তুমি রোমের গল্প । শুনে গা গরম
করে নি', মনে আনি বল । কাছে এসে গা ঘেঁষে বোস
না ! তোমার দেহের তাপ পৌষ-সকালের রোদের মতোই
মিঠে ।

সুপ্রভা । বেশ, বেশ ! শোন তবে রোমের কথা । পাহাড়ের
আড়ালে, সাগরের জলে, গ্রীস গেল ডুববে, আর ধীরে ধীরে
দিগন্ত রাঙিয়ে উন্নিত হোলো রোম, গ্রীনেরই অরুণ বরণ
নিয়ে, শোঁথ্য নিয়ে, জ্ঞানের গরিমা নিয়ে ।

সদানন্দ । বাঃ ! বাঃ ! বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে রোম তোমার মন
রোমান্সে রঙীন করে তুলেছে । সাবাস রোম ! বিচিত্র
রোম !

সুপ্রভা । সত্যই বিচিত্র তার উদয় ।

সদানন্দ । উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জয়ের জোলুস !

সুপ্রভা । ঠিক তাই ! জুলিয়াস সীজার তাঁর বিখ্যাত বাণী তিনি-ভিদি
ভিসিতে হয়ত রোমেরই মর্শ্ববাণীর প্রতিধ্বনি তুলেছিলেন ।

সদানন্দ । আহা-হা ! এলাম, দেখলাম, জয় করলাম ! ভাগ্যবানের কথা । আমি যদি সীজারের মতো তোমাকে উদ্দেশ্য করে ওই কথাগুলো বলতে পারতাম ! সীজার জিন্দাবাদ ! জুলিয়াস সীজার জিন্দাবাদ ! সীজার...

[তাহার কথা শেষ হইবার আগেই দূরে দামামা বাজিয়া উঠিল । কথা শেষ না করিয়া তরুণ অশ্রু ভাবে চাহিয়া রহিল । তরুণীও উঠিয়া দাঁড়াইল । তরুণ পিছু হটিতে-হটিতে তরুণীর পাশে গিয়া দাঁড়াইল ।]

সদানন্দ । ও কিসের বাজনা !

সুপ্রভা । হয়ত কোন ক্যারাতান ।

সদানন্দ । যদি আমাদের দেখতে পায় !

সুপ্রভা । দেখবে ত নিশ্চয় ! এই খানেই হয়ত ওরা ছাউনি ফেলবে ।

সদানন্দ । যদি ওরা দস্যু হয় !

সুপ্রভা । সন্দেহ বা আছে কেড়ে নেবে ।

সদানন্দ । যদি ওরা তোমাকেই নিয়ে যেতে চায় !

সুপ্রভা । তুমি বাধা দেবে ।

সদানন্দ । একা !

সুপ্রভা । একা বাধা দিতে হয়ত পারবে না ; কিন্তু প্রাণ দিতে পারবে ত ।

সদানন্দ । না, না, তামাসা নয় । চল, জীপে উঠে চম্পট দি ।

সুপ্রভা । কিন্তু মোটারের শব্দ শুনে ওরা তাড়া করবে যে !

সদানন্দ । হাঁ, আর ধরেও ফেলবে হয়ত । সন্দেহ ত করবেই ।

সুপ্রভা । বিপদে পড়ে তোমার বুদ্ধি খুলছে দেখছি !

সদানন্দ । নির্বোধের বুদ্ধি খুলে নির্বুদ্ধিতাই জমে ওঠে । তুমিই চটপট কিছু ঠিক করে ফেল ।

জুগুতা। চল ওই Sphinx-এর পদতলে আশ্রয় নি। ক্লিওপেট্রাও
তাই নিয়েছিলেন জুলিয়াস সিজারকে দূর থেকে দেখে
ভয় পেয়ে।

সদানন্দ । ক্রিওপেত্রাকে সাজার রক্ষা করেছিলেন, আমাদেরকেও রক্ষা করবেন । ঞয় সৌজার । জুলিয়াস সৌজার জিন্দাবাদ ।

[মেঘ-গর্জনের শব্দ হইল ।]

ও আবার কি !

সুপ্রভা । মেব ডাকছে ।

সদানন্দ । মরুতে আবার মেঘ কি ?

সুপ্রভা । ভেসে এসেছে ।

[সূক্ষ্ম একটা আবরণ মণ্ডলের মাঝা-মাঝি পণ্ডিত হইল]

আধারও নেমে আসছে।

সদানন্দ । Sphinx-এর কাছে যাব কেমন করে !

সুপ্রভা । এই খানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক ।

সুদানন্দ । কে যেন এগিয়ে আসছে !

সুপ্রভা। আমাদের মিউজিয়ামে ব্রোঞ্জের যে রোমান মূর্তি আছে, ঠিক সেই রকম।

[মুক্তি আশিরা সাম্নে দাঁড়াইল। সুপ্রভা ও সদানন্দ বাহনগু হইয়া চৌকর করিয়া উঠিল]

ସୁପ୍ରଭା । } କେ !
 ମନାମନ । }

महाभारत ।

ਸੀਝਾਰ । ਸੀਝਾਰ ।

ଅନାମନ । } କେ ?
 ସୁଦା । }

ସୁସ୍ଥ ।

সীজার। জুলিয়াস সীজার।
 সদানন্দ। }
 সুপ্রভা। } হেইল সীজার!
 সীজার। তুমি কে?

[করেক পা আগ্রসর হইয়া]

তুমি ত ক্রিওপেত্রা নও।
 সুপ্রভা। আমি যে-দেশ থেকে এসেছি, সে দেশে ক্রিওপেত্রা
 জন্মায় না।
 সীজার। দুর্ভাগ্য সে দেশ।
 সুপ্রভা। সে দেশের পুরুষরা তা মনে করে না।
 সীজার। পোপুস্‌থোন পুরুষ তারা। জুলিয়াস সীজার জিন্দাবাদ
 বলেছিল কে।
 সদানন্দ। আমি।
 সীজার। কে তুমি! আস্তিনি?

[তাঁহার কাছে আগ্রসর হইয়া]

না, আস্তিনি ত নও তুমি। তুমিও ত নও ক্রিওপেত্রা।
 সুপ্রভা। আমরা এক দেশেরই মানুষ।
 সীজার। দেশটির নাম করছ না কেন? আমি সীজার! কোন্ দেশ
 আমার অজানা ছিল?
 সুপ্রভা। আমেরিকা?
 সীজার। হ্যাঁ, তখন ও-দেশটা জানতাম না বটে।
 সুপ্রভা। যিনি দেশটা আবিষ্কার করেছিলেন, তিনিও দেশটার নাম
 জানতেন না।

সদানন্দ । যে-দেশে পৌঁচেছেন বলে তিনি ভুল করেছিলেন, আমরা সেই দেশেরই লোক । সে দেশের নাম ভারতবর্ষ ।

সীতার । ভারতবর্ষ !

সুপ্রভা । আপনার জয়-রথ তার মাটি কখনো স্পর্শ করেনি ।

সীতার । মসলিনের দেশ, হীরে-মুক্তোর দেশ, চন্দন-মশলা-গজদন্তের দেশ । জানি, জানি, আমি জানি । কিন্তু মসলিনের দেশের মেয়ে তুমি মসলিনের জামা-কাপড় পরে আসনি কেন ?

সুপ্রভা । নেই ।

সীতার । কি নেই ?

সুপ্রভা । মসলিন ।

সীতার । কি হোলো ?

সুপ্রভা । ধ্বংস !

সীতার । আহা ! কেমন করে ধ্বংস হোলো ? আমরা ত ওর চাহিদা বেগ বাড়িয়ে দিয়েছিলাম রোমের বাজারে ।

সুপ্রভা । কিন্তু যে সাম্রাজ্যবাদের আর লুণ্ঠনের ঝোঁক আপনারা জাগিয়ে দিয়েছিলেন, তারই সর্বগ্রাসী লালসার আগুনে সব পুড়ে গেল ।

সীতার । আমরা কারা ?

সুপ্রভা । সীতাররা, সীতারদের উত্তরাধিকারীরা ।

সীতার । তা কা আর করবে ! তোমরা যে দুর্বল ছিলে ।

সুপ্রভা । দুর্বল আমরা ছিলাম না । আমরা মানুষকে বিশ্বাস করতাম । বিশ্বাস করেই বিদেশের গরিব লোকদেরকে আমাদের দেশে বাণ্য্য করার অধিকার দিতাম । তাতেই গরিবদের দোভ বেড়ে গেল । তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে



আমাদের স্বরাষ্ট্রো ভাঙন ধরালো। তারপর তা দখল করে
বসল।

সদানন্দ। আমাদের টাকার নিজেদের দেশে শিল্প গড়ে তুল। আর
নিজেদের পণ্যের কাটিতি বাড়াবার জন্তে আমাদের
শিল্প ধ্বংস করল।

সীতার। ওই ত এক কথাই হোলো! গায়ে জোর থাকলে তোমরা
তাদের তাড়িয়ে দিতে পারতে।

সুপ্রভা। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম বেচারারা করে খেতে চাইছে,
বাদ সাধি কেন! যখন জানলাম তারা আমাদের তুল
গিলে খেতে চাইছে, তখন সাবধান হতে চাইলাম। কিন্তু
তারা ততক্ষণ আমাদেরকে নাগপাশে বেঁধে কেলেছে!

সীতার। তোমরা দুজনা কি আমারই মতো মুত?

সদানন্দ। না, না, আমরা বেঁচে আছি। আমরা ভূত নই!

সুপ্রভা। আমাদের বাপ-ঠাকুরদারা মুত, কিন্তু আমরা জীবিত।

সীতার। আমার কাছে কি বর চাও তোমরা?

সুপ্রভা। বর চাই কে বলো আপনাকে!

সীতার। সীতার জিন্দাবাদ বলছিলে কেন?

সদানন্দ। সে আমি একা বলেছিলাম, তিনি, তিনি, তিসি বলবার
মতো ভাগ্যবান হতে চেয়েছিলাম বলে।

সীতার। হেইল সীতার! বলেছিলে কেন?

সুপ্রভা। আপনাকে সম্মান দেবার জন্তে।

সীতার। আমার কাছে কোন প্রার্থনা নেই তোমাদের?

সুপ্রভা। আছে।

সীতার। আছে!

- সুপ্রভা। প্রার্থনা আছে। কিন্তু বর যাচ্ছা নেই।
- সীজার। কি প্রার্থনা?
- সুপ্রভা। রোমান-লালসার নিবৃত্তি।
- সীজার। আমার লালসা নেই। আমি ত মৃত।
- সুপ্রভা। কিন্তু আপনারা, মৃত সীজাররা, অতৃপ্ত বাসনা-কামনা-লালসা নিয়ে আজও আকাশে-বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে দেশে-দেশে যুগে-যুগে নব-নব সীজারের আবির্ভাব হচ্ছে। তাদের লোভ, তাদের বলাৎকার, মর্ত্যের মাছঘরকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।
- সীজার। তারা যুদ্ধ করুক!
- সুপ্রভা। তাই ত করতে চাইছে।
- সীজার। আর দুর্বল তোমরা ভয়ে আঁতকে উঠেছ?
- সদানন্দ। কিন্তু এখনকার যুদ্ধ কি ভয়াবহ, তা আপনি জানেন না, সীজার।
- সীজার। আমাদের আমলেও যুদ্ধ করতে যারা ভয় পেত, যুদ্ধকে তারাও ভয়াবহ মনে করত। আর তাতেই আমরা জয়ী হতাম।
- সুপ্রভা। কিন্তু এখনকার যুদ্ধে বিজয়ী-বিজিত কিছুই থাকবে না। মাছঘরই বেশি বেঁচে থাকবে না। যারা থাকবে, তাদেরও ছেলে-পুলেরা স্তম্ভ হবেনা, সবল হবেনা, বিকৃত হবে, বিকলাঙ্গ হবে। ক্রমশ পৃথিবী পোকা-মাকড়ে ভরে যাবে।
- সীজার। বল কি!
- সদানন্দ। কেন, আপনি কি এ-খবর পাননি?
- সীজার। অমুচরদের কাছে ভাসা-ভাসা কিছু শুনেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। এখন মাছঘরের মুখ থেকে শুনেলাম।

- সদানন্দ। এখন বিশ্বাস করছেন ত ?
- সীজার। দাঁড়াও। ভালো করে জেনে নি! তুমি পুরুষ, তুমিই আমার প্রশ্নের জবাব দাও।
- সদানন্দ। কিন্তু সীজার, এই অধম পুরুষের চেয়ে ওই মহিমময়ী নারীর যে বেশি পৌরুষ আছে, তার পরিচয় আপনি নিশ্চয়ই পেয়েছেন।
- সীজার। নারীর কথায় আমার আর বিশ্বাস নেই, বড় দাগা পেয়েছি আমি!
- সুপ্রভা। ক্রটাস কি নারী ছিলেন, সীজার ?
- সীজার। ক্রটাস! ক্রটাস ত শুধু আমাকে খুন করেছে। কিন্তু দীর্ঘ-কাল ধরে আমার হৃদপিণ্ডটা দুই হাতের তালুতে পিষে পিষে নিরন্তর আমাকে গীড়া দিয়েছে এক নারী!
- সদানন্দ। সে নারী কে, সীজার ?
- সীজার। তার নাম উচ্চারণ করতে আমার ঠোঁট কঁপে ওঠে, আমার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়। নাম তোমরা জানতে চেয়েনা। আমি এখন চলি।
- সুপ্রভা। সীজার এখন কোথায় চলেছেন ?
- সীজার। সাইপ্রাসে।
- সুপ্রভা। সাইপ্রাসে! কেন ?
- সীজার। জাননা, সেখানে সৈন্ত সমাবেশ হচ্ছে ?
- সুপ্রভা। জানি।
- সীজার। জান, তবুও জিজ্ঞাসা করচ আমি সেখানে কেন যাচ্ছি ! আমি সীজার! আমার উপস্থিতি, আমার ছায়ামূর্তি, তাদেরকে উদ্ভুত করবে।
- সুপ্রভা। সীজার তাহলে আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন না ?

সীজার । কোন্ প্রার্থনা ?

সুপ্রভা । রোমান লালসার নিবৃত্তি ।

সীজার । না, না, ও প্রার্থনা তোমরা কোরনা । তোমরা বর চাও ।
বর চাও তোমরা । আমি তোমাদেরকে রোমান করে
তুলব ।

সুপ্রভা । আমরা রোমান হতে চাইনা ।

সীজার । চাওনা ?

সুপ্রভা । না, সীজার ।

সীজার । ক্লিওপেট্রাও চায়নি !

সদানন্দ । নামটা বলে ফেলেন, সীজার ?

সীজার । হ্যাঁ, মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল । আমি এখন চলি ।
তোমার বর নেবেনা যখন, তখন আমার আর কিছু
করবার নেই ।

সুপ্রভা । কিন্তু আমরা যে আপনার বিচার করতে চাই, সীজার !

সীজার । বিচার !

সদানন্দ । হ্যাঁ ।

সীজার । সীজারের বিচার করবে তোমরা !

সুপ্রভা । হ্যাঁ, আমরাই বিচার করব ।

সীজার । বেশ ! দেখি, কথানা ছোরা সঙ্গে এনেছ ?

সদানন্দ । }
সুপ্রভা । } ছোরা !

সীজার । ছোরা নইলে বিচার করবে, দণ্ড দেবে, কেমন করে ?
দাঁড়াও, আগে স্মরণ করি । মার্কাস ক্রুটাস, কেইয়াস
কেসিয়াস, ডিসিয়াস ক্রুটাস, মেটেলাস, সিনা, ক্যাসকা,

আর ঐক্যোনিয়াস। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত।
 ই্যা, সাতজনের হাতে ছিল সাত খানা ছোরা। একে একে
 এই দেহের সাত অঙ্গগায় সাতখানা ছোরা বসিয়ে দিয়ে
 সেই সপ্তরথ করেছিল তাদের সীজারের বিচার। কিন্তু
 বিচার তাদের ব্যর্থ হলো। সীজারের দেহের প্রতিটি
 ইঞ্চি সীজার, পরিপূর্ণ সীজার। আর প্রতি পরমাণু
 পরম-রোমান যার, সেই হয় পরিপূর্ণ সীজার। পারবে এই
 সীজারের প্রতি পরমাণু হত্যা করতে? ক্রুটাসরা পারেনি।
 তোমরা পারবে?

সদানন্দ। আমরাও তা পারবনা?

সীজার। তবে বিচার করতেও চেয়েনা। দণ্ডই যদি দিতে না
 পারবে, বিচার করে কি হবে?

সুপ্রভা। আমাদের বিচারে দণ্ড নেই।

সীজার। বিচারে দণ্ড নেই!

সুপ্রভা। না।

সীজার। তবে বিচার করতে চাও কেন?

সুপ্রভা। অপরাধের স্বীকৃতিই শুধু চাই আমরা।

সীজার। লাভ?

সুপ্রভা। রূপান্তরের আশা।

সীজার। সীজারের রূপান্তর নেই। জীবনে-মরণে জনমে-জনমে
 সীজার সীজার! আমি চললাম সাইপ্রাসে! মৈত্রেয়দের
 অগ্রসর হতে আদেশ দি!

[শিলাতে ঠুঁ মিলেন। সেই শব্দ মিলাইয়া যাইতে না যাইতেই বাঁশির
 করণ সুর শোনা গেল। সীজার হৃতির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাঁশি
 বাজিতেই লাগিল।

- সুপ্রভা । সাইপ্রাসে যাবেন না, সীজার ?
- সীজার । ওই বাণী ! ওই বাণী আগে থাকুক । নইলে এখান থেকে আমি নড়তে পারব না ।
- সদানন্দ । আপনিও কি বাণী বাজাতে পারেন, সীজার ?
- সীজার । পারতাম এককালে ।
- সুপ্রভা । আমরা ষাঁকে নর-নাবায়ণ বলে পূজা করি, তিনিও এমন বাণী বাজাতে জানতেন যে, নদীর জল উজানে বইত ।
- সীজার । শ্রেষ্ঠতম মানুষই শ্রেষ্ঠতম বংশী-বাদক ।
- সুপ্রভা । নীরোও কি শ্রেষ্ঠতম মানুষ ছিলেন, সীজার ?
- সীজার । যতক্ষণ সীজার ছিলেন, নিশ্চিতই ছিলেন ।
- সুপ্রভা । পম্পি ?
- সীজার । কোন্ পম্পি ?
- সুপ্রভা । সীজার পম্পি । ষাঁকে হত্যা করে আপনি সীজার হয়েছিলেন ।
- সীজার । আমি তাকে হত্যা করিনি ।
- সুপ্রভা । করিয়েছিলেন ।
- সীজার । হত্যা কবেছিল মিশরীরা ।
- সুপ্রভা । তারা আপনাকেও হত্যা করতে পারত ।
- সীজার । করেনি ত ।
- সুপ্রভা । কেন করেনি, বলুনত ?
- সীজার । আমি তখন সাজাব হয়েছিলাম বলে সাহস পায়নি । মিশরীরা তোমাদের মতোই দুর্বল ।
- সুপ্রভা । সীজার পম্পিকে হত্যা করেছিল মিশরী-রোমান ।
- সীজার । মিশরীদের ওই আর এক দুর্বলতা । যে জাতিই তাদেরকে জয় করবে, সেই জাতির সঙ্গেই তারা মিশে যাবে । গ্রীকদের

সঙ্গে মিশেছিল, রোমানদের সঙ্গে, হিব্রুদের সঙ্গে,
তুর্কীদের সঙ্গে, অবশেষে আরবদের সঙ্গে !

সুপ্রভা । মিশরের সবলতার লক্ষণই তাই ।

সীজার । সবলতার !

সুপ্রভা । সবলতারই কেবল নয়, সভ্যতারও । অস্বীকার করবার নয়,
অগ্রাহ্য করবার নয়, গ্রহণ করবার, আপন সত্তার সঙ্গে
মিশিয়ে নেবার শক্তিই সভ্যতা । রূপ থেকে রূপান্তর,
জন্ম থেকে জন্মান্তর, ইহলোক পরলোকের ব্যবধান
অবসানের অমুসন্ধানই সভ্যতা । সেই সভ্যতাই মানুষকে,
জাতিকে, চিরজীব করে । মিশরকে করেছে, চীনকে
করেছে, ভারতকে কবেছে ।

সীজার । আর কেউ ওই রূপান্তরের, ওই জন্মান্তরের, ওই জীবন-মরণের
ব্যবধান অবসানের কথা ভাবেনি বলছ ?

সুপ্রভা । ভেবেচে সীজার, অনেকেই ভেবেছে ; সভ্যতার শক্তি বৃদ্ধি
অনেকেই করেছে ।

সীজার । তবে তিনটি দেশের, তিনটি জাতিরই কেবল নাম করলে
কেন ?

সুপ্রভা । সকল দেশেবই শিল্পীরা, কবিরা, দার্শনিকরা, বিজ্ঞানীরা,
ধার্মিকরা, মানুষের সভ্যতাকে পাশবিক শক্তির চেয়ে বড়
করতে চেয়েছে । কিন্তু সীজার ..

সীজার । বল ! বল ! কিন্তু ..

সুপ্রভা । কিন্তু সম্রাটদের, সীজারদের, আর নিজেদেরও, দুর্বলতার
জন্তে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতেও পারেনি, তাদের জাতির মানুষের
অন্তরে অন্তরে ফলিয়েও ধরতে পারেনি সভ্যতার সেই
আদর্শ ।

- সীজার। সন্ধ্যাটমের, সীজারদেরও, দুর্বলতা ছিল বলছ ?
- সুপ্রভা। ছিল, সীজার।
- সীজার। কি দুর্বলতা ?
- সুপ্রভা। লোভ।
- সীজার। কিসের লোভ ?
- সুপ্রভা। ভূমির, স্বর্ণের, জয়ের, ভোগের। মনের ওই দুর্বলতা মনেই লুকিয়ে রাখবার জন্তে তাঁরা দেহের শক্তিকেই দুর্বল করে তুলেছেন, আর দৈহিক শক্তি পরিচালিত জয়-রথের চাকায় বেঁধে নিয়েছেন মিথ্যাকে প্রদ্রব্য দেওয়া সভ্যতা। তাঁরা ভাবেননি যে-সব দেশ তাঁরা রক্তে প্রাণিত করেছেন, আগুনে দগ্ধ করেছেন, লুণ্ঠনে সর্বস্বান্ত করেছেন, পীড়নে, তর্ক, আড়ষ্ট রেখেছেন, -সে-সব দেশেও মাহুস আছে, সে মাহুসেরও হৃদয় আছে, সে হৃদয়েও আছে বেহ, প্রীতি, মাহুসকে আপন করে নেবার আকৃতি !
- সীজার। যদি আমরা ভাবতাম ও-সব কথা ?
- সুপ্রভা। দেশজয় চিন্তা-জয়ে রূপান্তরিত হোতো, শত্রুতা বৈত্রীতে পরিণত হোতো।
- সীজার। মাহুস তাহলে বীরত্বের গৌরব করতে পারত না।
- সুপ্রভা। পারত, সীজার। সে তখন বীরত্বের পৃথক অর্থ করে নিত।
- সীজার। মাহুস তাহলে দেশ-প্রীতি প্রকাশের সুযোগ পেত না।
- সুপ্রভা। পেত সীজার। সে তখন শিখত দেশের জন্ত সংগ্রাম করাই কেবল দেশ-প্রীতি নয়, দেশকে স্বর্গ করে তোলাও দেশ-প্রীতি।
- সীজার। মাহুস তাহলে কাব্যের, দর্শনের, নাটকের, শিল্পের, প্রেরণা পেতনা।

সুপ্রভা । সীজার ?

সীজার । বল ।

সুপ্রভা । কার্থেজের কাহিনী জানা আছে ?

সীজার । হানিবলের কার্থেজ ?

সুপ্রভা । কার্থেজ কেবল হানিবলেরই ছিল না, সীজার । হানিবল ছিলেন তার একটি মাত্র সন্তান । আরও আড়াই লক্ষ অধিবাসী ছিল কার্থেজের । রোমানরা তাদের কী করেছিল, সীজার তা স্মরণ করতে পারেন ?

সীজার । কার্থেজের সে ঘটনা ঘটে আমারও আবির্ভাবের দু'শ বছর আগে ।

সুপ্রভা । কিন্তু যারা তা ঘটিয়েছিল, তারা ছিল রোমান । তারা রোমকে জয়যুক্ত করেছিল বলেই সীজারদের উদ্ভব হয়েছিল । তিন দফায় অল্পাধিক পিউনিক মহাযুদ্ধ রোমকে বিধে প্রতিষ্ঠা দেয় একথা সীজার কি অস্বীকার করবেন ?

সীজার । না । সীজাররা সত্যকে অগ্রাহ্য করতে পারে, অস্বীকার করে না । কার্থেজের ওহ দুর্দশার হেতু হয়েছিল হানিবল ।

সুপ্রভা । হানিবল কার্থেজকে রোমের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁর দেশ প্রীতির পারচয় দিয়েছিলেন

সীজার । হানিবল রোমকে আক্রমণ করেছিল ।

একটা মধু হর শোনা গেল । হানিবল ও ক্লিওপেত্রা হাত ধরাধরি করিয়া প্রবেশ করল । তাঁহাদের পশ্চাতে ক্লিওপেত্রার সহচরীরা ও তাঁহাদের হাতে ফুলের মালা, ধূপ দীপ ।

সদানন্দ

} কে !

সুপ্রভা

সীজার । কে তোমরা !

হানিবল। আমি হানিবল, সীজার।

ক্লিওপেত্রা। আর আমাকে হয়ত চিনেছ, প্রিয়তম।

সীজার। ক্লিওপেত্রা!

ক্লিওপেত্রা। ক্লিওপেত্রা, সীজার।

ক্লিওপেত্রা অভিযান করিল। সকলে অভিযান করিল।

সীজার। হানিবলের সঙ্গে কেন এলে, তুমি।

ক্লিওপেত্রা। হানিবল তরুণ। ওর বাছ শীর্ণ নয়। ওর হৃদয় ঠাণ্ডা নয়।
ওর মাথায় টাক নেই। অর্ধ পৃথিবীর ভার বইবার গরব
করবার মতো গর্দিত বুদ্ধিও ওর নেই।

সীজার। কিন্তু ও যে আমারও চেয়ে ছ'শ বছর আগেকাব লোক।

ক্লিওপেত্রা। আবার ছ'হাজার বছর পরবর্তী কালেরও লোক ও।
কার্থেজ নেই, কিন্তু ও আছে। সাব্রা আফ্রিকা ওব
মৌবনের ছোঁয়াচ পেয়ে আজ উচ্ছল, টলমল,—টউনিসিয়া,
আলজেরিয়া, মিসর, মরক্কো, সূদান, আবিসিনিয়া, দক্ষিণ
আফ্রিকা, সব, সব, সব সাজার। ওকে স্বাগত জানাও।

সীজার। ও রোম আক্রমণ কবেছিল! বোমের ললাটে ও পবিত্রযেব
কালি মাখিয়ে দিয়েছিল।

হানিবল। আর রোম? রোম কা কবেছিল, সাজার? কার্থেজকে
আমি বন্ধন মুক্ত করে মাতৃভূমির প্রতি আমার কর্তৃত্ব
পালন করেছিলাম। রোম ভেবেছিল আমার দৃষ্টান্ত দেখে
সবাই তার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবে। সাপকে খুঁচিয়ে
গর্ভ থেকে বার কবে যেমন তাকে মারা হয়, তেমন করেই
আমাকেও মারবার জন্তে রোম আমাকে কার্থেজ থেকে
খুঁচিয়ে বাইরে বার করল। আমি তখন ফনা:বিস্তার
করলাম; ছোবলের পর ছোবল মারলাম রোমের বিশাল

সবার উপরে মাহুষ সত্য

দেহে। রোম নীলবর্ণ হয়ে গেল। দ্বিতীয় শিউনিক যুদ্ধের
পনেরো বছর কাল রোমকে আমি হীনবল করে রাখলাম।

সীজার। তারপর বীরবর, তারপর ?

হানিবল। তারপর ভাগ্য-বিপর্যয়, সীজার ! আর পবুদন্ত বীরদের
ভাগ্যে চিরকাল যা হয়ে থাকে, আমারও তাই হোলো।

সীজার। কার্থেজিয়ানরা কি তাঁদের পরিত্রাতা মহাবীর হানিবলকে
সম্মানিত করেছিল ?

হানিবল। না সীজার। বিজিত, ভীত, বিভ্রান্ত, নিপীড়িত হতভাগ্যরা
আমাকে রোমের হাতে তুলে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে-
ছিল। আমি কার্থেজ থেকে পালিয়ে এসেছিলাম।
বিষ খেয়েছিলাম এসিয়ায় গিয়ে।

সীজার। দেশের লোকেরা যার দেশ-প্ৰীতির দাম দেখ না, তাকে কী
বলা উচিত, ক্লিওপেত্রা ?

ক্লিওপেত্রা। তোমাকে আজ যা বলা উচিত, সীজার।

সীজার। আমি দেশের লোকের দণ্ড থেকে পালাতে চাইনি।
আমি জাস্তাম তাবা যড়বস্ত্র করছে। তবুও আমি তাদের
সাম্নে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

সুগ্রভা। আপনার অসীম দন্ত আপনাকে অন্ধ করেছিল। স্বাধী
ক্যালপুনিয়া আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন।
আপনি বলেছিলেন আপনার মুখ দেখেই বাপ্প হয়ে উঠে
যাবে তারা, বলেছিলেন When they shall see the
face of Cæsar, they are vanished. দন্ত সীজার,
ও ছিল অসার দন্তোক্তি !

সদানন্দ। তারপর সীজার, তারপরও হত্যাকারীরা সত্যি-সত্যিই যখন
আপনার দেহে একে একে আঘাত হানতে লাগল, তখনো

আপনার আশা ছিল মার্কাস ক্রুটাস আপনাকে রক্ষা করবে!

সুপ্রভা। তাই তারও হাত থেকে সর্বশেষ আঘাত যখন পেলেন আপনি, তখন আপনার বুক ফেটে বেরিয়েছিল মর্দভেদী এই আর্ন্তনাদ, Et tu Brute! Then fall Cæsar! সে-ই আপনার শেষ কথা।

সদানন্দ। আর সঙ্গে সঙ্গেই সিন্নার পৈশাচিক উল্লাস, Liberty! Freedom! Tyranny is dead!

সীজার। তোমরা জানলে কি করে এ-সব কথা?

সুপ্রভা। মিথ্যা জেনেছি কি সীজার?

সীজার। হয়ত মিথ্যা। হয়ত নয়! অতীতের কথা ভাবতে গেলে কত মিথ্যাকেই না সত্য মনে হয়, কত সত্যই না মিথ্যা হয়ে দেখা দেয়!

সুপ্রভা। মানুষ মনে মনে যা সত্য আর মিথ্যা বলে জানে, তার কিছুই নিত্য নয় সীজার, সবই আপেক্ষিক। তার আজকাণ্ড কল্পনার সত্য, কাল মিথ্যা প্রমাণিত হয়, আর কালকার মিথ্যাও কখনো কখনো সত্য হয়ে ওঠে। ই্যা, আপনার অস্তিম-উক্তি আমরা গেয়েছি সেক্সপিয়ারের নিরুপম নাটকে।

ক্রিওপেড্রা। ওরা কারা, সীজার?

সীজার। ভারতবর্ষ থেকে এসেছে।

ক্রিওপেড্রা। ভারতবর্ষ থেকে! দেখি, দেখি, দেখি!

[তরুণ তরুণীর সারে আসিরা পাড়'ইল।]

আমি জানতাম তোমরা আসবে।

সুপ্রভা। জানতেন!

ক্লিওপেত্রা। জানতাম। যেমন জানতাম হ্যানিবলও আসবে।

[হ্যানিবলের দিকে ঘুরিয়া]

জানতাম না, হ্যানিবল ?

হ্যানিবল। জানতেন।

সীজার। এখনো সেই ছলা-কলা, ক্লিওপেত্রা !

ক্লিওপেত্রা। হ্যানিবলকে হিংসা কোরোনা, সীজার। হ্যানিবল তোমারই মতো মানুষের পাশবিকতাব পাষণ-বেদীতলে আত্মবলি দিয়েছিল।

সীজার। তুমি বিশ্বাস কর, আমি আত্মবলি দিয়েছিলাম ?

ক্লিওপেত্রা। করি, সীজার। আমি যে তোমাকে ভালো কবেই জানি।

সীজার। কিন্তু ওই ভারতের মেয়েটি বলে আমি হত হয়েছি আমার দন্তের জন্তে !

হ্যানিবল। ভাবতের এই মেয়েটি মিথ্যে সন্দেহ করেনি, সীজাব।

সদানন্দ। রোমান কখনো অস্ত্রায় করেনা, এমন কথা এইখানে দাঁড়িয়ে বাব বার এখনো আপনি বলেন, সীজার

সুপ্রভা। আপনার প্রাপ্য মর্যাদা দিবে আপনাকেই জিজ্ঞাসা কবতে চাই সীজার, নির্মমতায় রোম কি গ্রীসকেও হারিয়ে দেয়নি ? হত্যার বীভৎসতায়, কচির বিরুতিতে, লালসায়, লুণ্ঠনে, রোম কি কখনো মানুষের লজ্জা হয়ে ওঠেনি ?

সীজার। কখনো কি জ্ঞায়, নীতি, আইন, সাহিত্য, শিল্প দান করে মানব-সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেনি রোম ?

সদানন্দ । কখনো কি আইন পায়ে দলে রোম অনাচার করেনি,
উচ্ছৃঙ্খল হয়ে সমাজ কলুষিত করেনি, স্যাডিজম কি
কখনো হয়নি রোমান সিটিজেনদের মোটিভ পাওয়ার ?

সুপ্রভা । শুধু খিল উপভোগ করবার জন্তে রোমান সীজাররা,
প্যাট্রিশিয়ানরা, যুবক-যুবতীরা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা, শিশুরাও দেখতে
চেয়েছে, দেখে আনন্দ পেয়েছে, আঁতকে ওঠেনি সীজার,
আনন্দে করতালি দিতে দিতে দেখেছে, ক্ষুধার্ত্ত বাঘ-
সিংহের মুখে ফেলে দেওয়া দাসদের, খ্রীষ্টানদের, বকের
রক্ত পশুগুলো কেমন করে মুখ দিয়ে শুবে নেয়, কেমন
করে মাংস মেদ মজ্জা ছিঁড়ে ছিঁড়ে কুরে কুরে খায়,
কেমন করে হাড় চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেলে ! দিনেব
পর দিন মানব-সভ্যতা-প্রবর্তনার দাবীদার রোমের
ম্যাস্পিথিয়েটারে চলত এই বীভৎস পাশবিক উৎ-
সব ! কে শুনল, সীজার, এপিক্টেটাসের উপদেশ ?
জুষ্টিনিয়ানের আইনের মর্যাদা দিল কে ? কার কলুষিত
তপ্তরক্ত ভার্জিলের অমৃত বর্ষণে স্নিগ্ধ হোলো, সীজার ?

সীজার । সুন্দরি, আজলা ভরে শুধু বিষই তুলে নিলে, রোমের অমৃত-
ভাণ্ড হাত দিয়ে স্পর্শও করলে না !

সুপ্রভা । কি হবে দর্শনে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, নাটকে, যদি না ও-সব
মানুষকে রূপান্তরের, নবজন্মের, নবসৃষ্টির প্রেরণা দেয় ?

সীজার । দেয়নি, বলছ ?

সুপ্রভা । কোথায় দিল ! দেশ-বিদেশ থেকে জয়-করে-আনা ব্যক্তি-
-স্বাধীনতাহারা দাস-যুথের ওপর সংসার, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প,
সংগ্রাম, সকল কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে স্বল্প-সংখ্যক
অভিজাতরা বিলাসে, ব্যাভিচারে, বিকৃত যৌন-আবেদনে,

মশগুল রইল। দর্শন, বিজ্ঞান কাব্য নাটক ত রোমকে
বাঁচাতে পারল না! গ্রীকরা গ্রীসকে বাঁচাতে পারলনা,
রোমানরাও রোমকে বাঁচাতে পারল না; নিজেরাই
নিজেদেরকে গিলে ফেলল। বার্ণার্ড শ' যা বোঝাতে বললেন
Dog eats dog!

সীজার। রোমানদের সম্বন্ধে ওই হীন উক্তি কে করেছিল, বলো?

সদানন্দ। জর্জ বার্ণার্ড শ', আয়ারের মানুষ, ইংলণ্ডে থেকে ইংরিজী
ভাষায় নাটক লিখেছিলেন।

ক্লিওপেত্রা। জানলে সীজার, তোমাকে-আমাকে নিয়েও ওই লেখক
একখানা নাটক লিখেছিল বেশ মিষ্টি করে। তোমাকে
করেছিল বুড়ো বাপের মতো, আর আমাকে কচি মেয়ের
মতো। সে নাটক শুনতে শুনতে আমি হেসে লুটিয়ে
পড়তাম, সীজার!

সুপ্রভা। কেন, হেসে লুটিয়ে পড়তেন কেন?

ক্লিওপেত্রা। কচি মেয়ে কোন কালেই আমি ছিলামনা, ভাই। গ্রীক
আর মিশরী রক্তের 'পাক' যে কী উত্তেজক, কী মদির-মধুর,
তা কেউ ধারণাতেও আনতে পারে না। তারপর
আবার নীল-নদেব উজ্জ্বল নৃত্য! আমার শিরায় শিরায়
যেন তরল-অনল নেচে বেড়াত।

সুপ্রভা। আপনি সইতে পারতেন?

ক্লিওপেত্রা। কেন পারব না! ইম্পাত তৈরির জন্তে লোহা গালাবার
যে কার্শনেস্‌গুলো তোমাদের বৈজ্ঞানিকরা গড়েছেন,
সে-গুলো সয় কেমন করে? আমি ছিলাম রক্ত-মাংসে
গড়া কার্শনেস্‌, রক্ত-মাংসে গড়া মানুষকে ইম্পাত করে গড়ে
তোলাই ত ছিল আমার কাজ!

সুপ্রভা। কে দিয়েছিলেন আপনাকে ওই কাজ ?

ক্রিওপেত্রা। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন।

সুপ্রভা। তিনি কে ?

ক্রিওপেত্রা। কে ! সীজার, বলতে পার তিনি কে ?

সীজার। না।

ক্রিওপেত্রা। হানিবল, তুমি ত সীজারের দু'শ বছর আগে এই পৃথিবীতে এসেছিলে। তুমি বলতে পার তিনি কে ?

হানিবল। না।

ক্রিওপেত্রা। তাইত ! তোমরা কেউ বলতে পার না ?

সুপ্রভা। আপনিই বলুন না !

ক্রিওপেত্রা। আগুন কি বলতে পারে, সে কেমন করে আগুন জ্বালো !
শ্রষ্টাকে পুড়িয়ে ছাই কবেই ত আগুন আগুন হয়। 'আব
শ্রষ্টার সন্ধানে মিথ্যে মাথা ব্যথা করে হবেই বা কি !
তিনি কি ইচ্ছে করে আমাকে সৃষ্টি কবেছেন, না ইচ্ছে
করলেই আমাকে সৃষ্টি না করে থাকতে পারতেন।
পারতেন না। কোন শ্রষ্টাই পারেন না।

সদানন্দ। সেক্সপীয়ার বোধ করি সবার চেয়ে সার্থক করে আপনাকে
সৃষ্টি করেছিলেন।

ক্রিওপেত্রা। তোমাকে যেমন স্ববোধ ভেবেছিলাম, তেমন স্ববোধ ত
তুমি নও !

সদানন্দ। কেন ?

ক্রিওপেত্রা। বিব-বোলতা বুকে বসিয়ে তার দংশনে মৃত্যুকে বরণ করে
নিরে সার্থক হবে, এই ক্রিওপেত্রা ! পড়তাম একাইলাসের
হাতে, সোফোক্লিসের হাতে, দেখতে আমার কী রূপ তাঁরা
হুটিয়ে তুলতেন !

সীজার। কি রূপ ফুটিয়ে তুলতেন তাঁরা ক্রিওপেত্রা ?
 ক্রিওপেত্রা। যে রূপ তুমি জাখনি সীজার, যে রূপ আন্তনি দেখেনি,
 বে রূপ আর্শিতে আমি নিজেও কখনো প্রতিফলিত দেখিনি,
 সেই রূপ। আমার তহু, মন, বাসনা, কামনা যে-রূপ
 ফুটিয়ে তোলবার জন্য অহুক্ষণ আকুল থাকত, সেই অপরূপ
 রূপ ! যে রূপ পৃথিবীতে কেউ দেখেনি, কল্পনাতেও কেউ
 আনতে পারেনি, সেই রূপ। আমি অহুভব করতাম,
 আজও অহুভব করি সীজার, সেই অপরূপ রূপ বিকশিত
 হবার জন্য আমার সারাদেহে সর্বক্ষণ শিহরণ জাগিয়ে
 তোলে ! সেজপীয়ার দামিনীকে কামিনী করতে
 চেয়েছিলেন। তাই তার হাতে পড়ে আমি দামিনীও
 রইলাম না, কামিনীও হলাম না, বোলতার ভোগ্য হয়ে
 ভবলীলা শেষ করলাম ! সে ক্রিওপেত্রা, এ ক্রিওপেত্রা নয়।
 আমি কেন মরলাম সীজার ? রোমে যাবার ভয়ে ?
 রোমে আমি যাইনি, সীজার ?

সীজার। গিয়েছিলে।

ক্রিওপেত্রা। বোম আমাকে ধরে রাখতে পেরেছিল ?

সীজার। পারেনি।

ক্রিওপেত্রা। জুলিয়াস সীজার পেরেছিল ?

সীজার। পারিনি।

ক্রিওপেত্রা। আন্তনিই কি পারত আমাকে রোমে বেঁধে নিয়ে যেতে ?

সীজার। আন্তনিই রোমে ফিরতে পারত না।

ক্রিওপেত্রা। তাহলে আন্তনির ভয়েও আমি মবিনি, একথা ঠিক ?

সীজার। ভয় তোমার ছিল না, ক্রিওপেত্রা। সে-কথা আমি জানি।

ক্রিওপেত্রা। তবে আমি আত্মহত্যা করলাম কেন ?

সীজার। কেন ?

হানিবল। কেন ?

সুপ্রভা। কেন ?

সদানন্দ। কেন ?

ক্লিওপেত্রা। লজ্জায় !

সীজার। লজ্জায় ?

ক্লিওপেত্রা। আস্তনির মতো একটা ক্ষুদ্র মানুষকে ভালবাসার লজ্জায়।

সীজার। আস্তনিকে অত ক্ষুদ্র কেন মনে কর তুমি !

ক্লিওপেত্রা। তুমি এখনো ভাবচ তোমার হত্যার পর আস্তনি যে নাটক অভিনয় করেছিল, তা তার সীজারের প্রতি অহুরাগের জ্ঞান। তুমি, সীজার, তুমি ভাববে ওই কথা ! তুমি কি জীবন দিয়েও বোঝনি আস্তনি রোমের কি ক্ষতি করেছে ?

সীজার। আস্তনি তার নিজের ক্ষতি করেছে, রোমের নয়।

ক্লিওপেত্রা। রোমের নয় ?

সীজার। না।

ক্লিওপেত্রা। আস্তনি মিথ্যাচারকে, কপটতাকে, প্রতিষ্ঠা দিয়েছে রোমান চরিত্রে। তোমার হত্যায় কুমীরের অশ্রু বর্ষণ করে সে রোমানদের চিত্তজয় করেছিল। তার সাধ ছিল সে হবে দ্বিতীয় জুলিয়াস সীজার। কিন্তু সে শক্তি ত তার ছিল না ! সে হোলো ট্রায়ামভিরের এক জন। ক্লাভিয়াকে ত্যাগ করে আমার কাছে সে ধরা দিয়েছিল। আবার আমাকে ভোগ করে ক্লান্ত হয়ে অক্টেভিয়াকে সে বিয়ে করল। কিন্তু অক্টেভিয়া তাকে একমাত্র সীজার করে দিতে পারল না বলে ফিরে এল আমার কাছে। আমাকে ক্রীতদাসী করে রোমে বেচে দিয়ে রোমের

মার্জনা পাবার কল্পনাও তার ছিল, সীজার! ত্রুটাস তোমাকে হত্যা করেছিল, কিন্তু ত্রুটাস ছিল রোমান; আস্তানি হলো রোমের কলঙ্ক, রোমান মনে নীচতা এনে দিল মার্ক আস্তানি। মান সীজার, মান এ-কথা?

সীজার। মানতে মন চায়না, ক্লিওপেত্রা! সে আমার ক্ষত-বিক্ষত দেহের ওপর আছড়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল বলেই নয়, সে টায়ামভিরের একজন ছিল বলে, সীজারের প্রতীক ছিল বলে, শ্রেষ্ঠ বোমানদের অন্ততম নায়ক ছিল বলে। রোমান নায়ক ক্ষুদ্র হবে, হীনতার পরিচয় দেবে, রোমের উচু মাথা নীচু করবে, তা আমি ভাবতেও পারি না, ক্লিওপেত্রা; মেনে নিতে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে পড়ি আমি!

ক্লিওপেত্রা। সীজার, তুমি আমার অভিবাদন নাও। শুধু রোমান বলে আস্তানিকেও তুমি হীন মনে করতে পার না! নীরো সীজার ছিল বলে তারও আত্মহনিকতায় তুমি ব্যথা পাও না! তুমি সত্যিই শ্রেষ্ঠতম, সর্বোত্তম, রোমান।

সীজার। পরিহাস করচ ক্লিওপেত্রা!

ক্লিওপেত্রা। না, সীজার। বতদিন তোমাকে শুধুই সীজার বলে জানতাম, ততদিন অনেক হাস্য-পরিহাস করিচি তোমার সঙ্গে। কিন্তু আজ তা করতে পারি না। আজ তোমার মাঝে সর্বোত্তম রোমানই শুধু দেখলাম না সীজার, সর্বোত্তম হতে পারত, এমন একটি মানুষেরও সন্ধান পেলাম। আর তুমি নিজেকে সীজার ভেবনা। আর তুমি নিজেকে শুধুই রোমান ভেবনা। তুমি ও-সবের চেয়ে অনেক, অনেক বড়। তুমি শ্রেষ্ঠতম মানুষদের অন্ততম।

সীজার। শুধু মানুষ হওয়া সীজার হবার চেয়ে বড় কথা! শুধু মানুষ হওয়া রোমান হবার চেয়ে বড় কথা!

ক্রিওপেত্রা। কেন নয় সীজার? মানুষকে মর্যাদা না দিয়েই যে গ্রীস ডুবে গেল! সীজারকে রোম মর্যাদা দিয়েছিল। গ্রীসকে-রোমকে মর্যাদা দিয়েছিল পৃথিবীর মানুষ। কিন্তু মানুষ মর্যাদা পেল না বলে সবই ডুবে গেল!

সীজার। তুমি আজ এ সব কি বলছ, ক্রিওপেত্রা!

ক্রিওপেত্রা। সীজার, তুমি দেখেছিলে সৈন্ত, সাম্রাজ্য, অসংখ্য আদেশবহু ভৃত্য, দাস, ভোগ্যা-নারী। কিন্তু আমি ক্রিওপেত্রা, আমি চেয়েছিলাম মানুষ! শুধু চেয়েছিলাম বল্লই সব বলা হয় না, সীজার। ঠিক করে বলতে হলে বলতে হয়, গ্রীস করতে চেয়েছিলাম, মিশে যেতে চেয়েছিলাম। তাইত দেহের প্রতি পরমাণু দিয়ে দেহকে আকর্ষণ করতাম, প্রতি রক্ত-বিন্দু শুধে নিতে চাইতাম প্রতি রক্ত-বিন্দুর সঙ্গে মিশিয়ে দেবার তৃষ্ণায়। হৃদয় নিঃড়ে বার করে আনতে চাইতাম মানুষের প্রেম, প্রণয়, প্রীতি! তুমি জান সীজার, অনেক পেয়েছি আমি। আস্তানিও তাই জেনেছিল। কিন্তু অত পেয়েও, অত ভোগ করেও, সবশেষে আমি জেনেছি, মানুষকে আমি ছুঁতে পারিনি, আয়ত্তে পাইনি, অভিন্ন করতে পারিনি। মিশরের রাণী আমি, তোমাকে অবলম্বন করে, রোমেরও এক রকম রাণীই হয়েছিলাম, ফারাও-সীজারদের বশও করেছিলাম, কিন্তু মানুষ পেলাম না! নরলোকে থেকে বা পাইনি, আজ এই প্রেত-লোকে তাই-ই পেলাম। তোমার মাঝে,

হানিবলের মাঝে, আজ আমি বিজয়ী-বীরের খোলস-মুক্ত
মহান মানবের সন্ধান পেলাম !

সীজার। ক্রিওপেত্রা, আমার আবার বাঁচতে ইচ্ছে করছে !

ক্রিওপেত্রা। তুমি বেচেই আছ। শুধু সীজার হয়ে বেঁচে নেই।

সীজার। আমি বুঝতে পারছি না আমি বেঁচে আছি ! তোমার
কথা শুনেও বুঝতে পারছি না, ক্রিওপেত্রা।

ক্রিওপেত্রা। এই ভারত-সন্তানদের জিজ্ঞাসা কর। এরা জানে, রাজা
রাজত্ব ছেড়ে মানুষ হয়। এরা জানে, মরেও মানুষ
অমর থাকে। এদের দেশের সীজাররা শান্তির
সন্ধান পেয়েছে আমিত্ব বর্জন করে। এদের দেশের
ক্রিওপেত্রারা পুড়ে পুড়ে কাল-জয়ী হয়েছে।

সীজার। না, না, ওরা আমাকে গুনিয়েছে, ওদের দেশে ক্রিওপেত্রা
জন্মায় না।

ক্রিওপেত্রা। ক্রিওপেত্রা ওদের দেশে জন্মেই উর্ধ্বশী হয়, সীজার।

তব্বী। আমরা রিয়ালিষ্ট। আমরা ও-সব আর বিশ্বাস করি না।

ক্রিওপেত্রা। তোমাদের অতীত ক্রটিহীন ছিল না, কিন্তু তার মানুষের দৃষ্টি
ছিল ব্যাপক। দেবতা, দানব, মানব, ভগবান, কামিনী,
হ্লাদিনী, নৃসুমালিনী, সব কিছু তারা ফলিয়ে তুলেছিল
মানুষের পরিণতিকে ভিত্তি করে। আমি নিশ্চিত
জানি সীজার, একাইলাস যদি আমাকে কপ দিতে
চাইতেন, তাহলে যেমন আমার চোখে ক্লাইটমেনেস্ত্রার দৃষ্টি
দিয়ে দেখাতেন :--

From Ida's top Hephaestus, lord of fire,
Sent forth his sign ; and on and over on,

Beacon to beacon spread the courier flame.

তেমনই অস্ত্রিমে আমাকে দিয়ে বলাতেন :

Nay, enough, enough, my champion !

We will smite and slay no more

Already have we reaped enough
the harvest-field of guilt.

Enough of wrong and murder,

let no other blood be split.

আর বেদব্যাস যদি আমাকে রূপ দিতেন, তাহলে তাঁব
সুযোগ্য কোন সৃষ্টিধর আমার অপরূপ রূপ দেখে বলতেন :

সুবসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লাসী,

হে বিলোল হিল্লোল উর্ধ্বশী,

ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিদ্ধ-মাঝে তরঙ্গের দল,

শস্ত্রশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,

তব স্তনহার হতে নভন্তলে খসি পড়ে তারা—

অকস্মাৎ পুরুষেব বক্ষমাঝে চিত্ত আত্মহারী,

নাচে রক্তধারা ।

[কিছুকাল আত্মহারী ইহা শুক রহিল। তারপর ধরা গলায় কহিল।]

বড়ী বডকে এই রকম করেই দেখে সৌজার, বিষ-বোলতা
কামড় দিয়ে, কি বালিশ চাপা দিয়ে মহা-প্রণয়েব পরিণতি
ঘটায় না। সৌজার ! হানিবল ! তোমরা হাতে হাত দাও।
তোমরা, ভারত থেকে যারা এসেছ, তারা জাথ,
রোম আর কার্থেজ হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছে ;
বিজয়ী আর বিজিতের হিংসা কাল-সমুদ্র মন্থন করে অমৃত
তুলেছে। অতীতে যা-কিছু ক্ষুদ্র ছিল, তা তলিয়ে থাক্।

বিংশ-শতাব্দী হোক মহামানুষের জয়-জাতার মাইলষ্টোন।
 উনবিংশ শতকে একজন মানব-দরদী লেখক,
 ভিক্টর হুগো, বিপ্লবের ঐক্য আঁকতে আঁকতে এই আশাই
 ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন।

সীজার। হানিবল!

[সীজার হাত বাড়িয়ে দিলেন]

হানিবল। আমি পারবনা!

ক্লিওপেত্রা। পারবে, হানিবল। আমি জানি, তুমি পাববে। তাই
 দেখনা, আমি আমার সহচরীদেরকে দিয়ে তোমাদের জন্ত
 ফুলের মালা আনিয়েছি, কুম্ভ ভবে আনিয়েছি নীলের জল।
 সীজার হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। এমন করে কাক
 জন্তে কখনো উনি অপেক্ষা করেন নি।

সীজার। একমাত্র তোমার জন্ত ছাড়া।

ক্লিওপেত্রা। এস, হানিবল।

হানিবল। আমি কার্থেজের কথা ভুলতে পারছি না, ক্লিওপেত্রা!

ক্লিওপেত্রা। কার্থেজের কোন্ কথা পাথরের মতো তোমার বুকে চেপে
 থেকে তোমার মানবতাকে আত্ম-প্রকাশ করতে দিচ্ছেনা,
 হানিবল?

হানিবল। রোমের ঐতিশোধ-পরায়ণতার কথা। কার্থেজ পরাজয়
 স্বীকার করেছিল। দাঁতে কুটো কেটে বশুতা মেনে
 নিয়েছিল। কার্থেজকে আর শান্তি দেবাব কোন দরকার
 ছিলনা। কিন্তু রোম কার্থেজের সকল সক্ষম লোকদেরকে
 একে একে হত্যা করল! আড়াই লক্ষ অধিবাসীর মাঝে
 পরিভ্রাণ পেল মাত্র পঞ্চাশ হাজার! সেই পঞ্চাশ হাজারের

মাঝে যে জীলোকেরা হুন্দরী ছিল, তাদেরকে উদ্ধৃত বিজয়ীরা
রোমের বিলাসীদের কামানলে ফেলে দিল ; বাকী নর-নারী
শিশুদেরকে দাস করে দেশে দেশে বেচে দিল রোম।
তাতেও কার্থজের শান্তি শেষ হোলনা ! সমগ্র কার্থজকে
চেষ্টা ফেলে রোম তার বৃকে ফসল বুনে দিল, আর দামামা
বাজিয়ে দিকে দিকে ঘোষণা করল, রোম অজেয়, অপরা-
জের, সভ্যতার অষ্টা, বিশ্বমানবের ভাগ্য-বিধাতা রোম !

ক্লিওপেত্রা । সে রোম আর নেই । আর এ-সীজারও ছিলেন না সেই
রোমের অধিনায়ক ।

[আবার দামামা বাজিল । কনষ্টানটাইন দি গ্রেট প্রবেশ করিল ।]

কনস্টান্টিন । সকল সম্রাটদের হয়ে, সীজারদের হয়ে, রোমের পাশবিক-
তার জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করছি আমি, ক্রাইষ্ট জেসাসেব কাছে
আত্ম-সমর্পণ করে ।

সীজার । কে তুমি !

কনস্টান্টিন । ক্রাইষ্টের সেবক, কনস্টান্টিন ।

ক্লিওপেত্রা । জুলিয়াস সীজারকে চেন না, কনস্টান্টিন ?

কনস্টান্টিন । হৃদয় অন্তর্মিত হলেই কি লোকে তাকে ভুলে যাব ?

ক্লিওপেত্রা । তিনি তোমার সাম্নে দাঁড়িয়ে ।

কনস্টান্টিন । হেইল সীজার !

সুপ্রভা । আপনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ?

কনস্টান্টিন । খৃষ্টের বাণীতে শান্তি পেয়েছিলাম । ছেনেছিলাম, রোমও
শান্তি পাবে ।

সুপ্রভা । পেয়েছিল ?

কনস্টান্টিন । আমার সময়কার রোমানরা পেয়েছিল ।

মুখ্রভা । আর রোম সাম্রাজ্য ?

কনস্তান্টিন । চার্লের হাতে তুলে দিলাম ।

সীজার । রোম সাম্রাজ্য তুমি দিয়ে দিলে, কনস্তান্টিন !

কনস্তান্টিন । না দিলেও রাখতে পারতাম না, সীজার ।

সীজার । কেন ?

কনস্তান্টিন । বিদ্রোহ করত ।

সীজার । কে বিদ্রোহ করত ?

কনস্তান্টিন । একা কেউ নয়, সমগ্র দাসরা, অনেক সিটিজেনরা ।

সীজার । দাসরা বিদ্রোহ করবার শক্তি পেত কোথায় ?

কনস্তান্টিন । শক্তি তারা পেয়েছিল, সীজার । পেয়েছিল ক্রাইস্টের বাণী থেকে ।

সীজার । আর সিটিজেনরা ? তারা কেন বিদ্রোহ করত ? তারাও কি ওই ক্রাইস্টের বাণী গ্রহণ করেছিল ?

কনস্তান্টিন । কেউ কেউ হয়ত ভোগে ক্লান্ত হয়ে তা করেছিল । কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাধ্য হয়েই তারা দাসদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল ।

সীজার । বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছিল দাসদের নেতৃত্ব !

কনস্তান্টিন । না নিয়ে কি উপায় ছিল সীজার ? সিটিজেনরা যে বংশানুক্রমে দাসদের ওপর সংসারের সব কাজ ছেড়ে দিয়ে একেবারে অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছিল ।

সীজার । হায় রোম ।

হানিবল । দাসরা তাহলে কার্থেজের প্রতিশোধ নিয়েছিল !

ক্রিওপেত্রা । তবে এখন সীজারের হাতে হাত রাখ, হানিবল ।

[হানিবল হাত বাড়াইয়া দিল, সীজার পিছনে সরিয়া গেল । তারপর কহিল]

সীজার। কিন্তু ক্লিওপেত্রা, রোম সাম্রাজ্যই যে রইলনা !

হানিবল। কার্থেজকে লোপ করে দিয়েছিল রোম।

কনস্তান্তিন। রোম লোপ পায়নি, সীজার। ল্যাটিন ক্রিস্টিয়ানিটি, ল্যাটিন চার্চ, ল্যাটিন ভাষা ইউরোপ গ্রহণ করেছিল।

সুপ্রভা। আর ল্যাটিন সাম্রাজ্যবাদ ?

কনস্তান্তিন। রূপান্তরিত হয়েছিল। হোলি রোমান-এম্পায়ারে।

সীজার। কিন্তু তোমার ক্রাইষ্ট নাকি সাম্রাজ্য-বিবোধী ছিল, কনস্তান্তিন ?

কনস্তান্তিন। তিনি তাই-ই ছিলেন। কিন্তু তাঁর বাণীকে রূপ দেবার জন্তে চার্চ করতে হোলো, আর চার্চকে জাঁকালো কবে তোলবার জন্ত...

সুপ্রভা। সাম্রাজ্যকে জাঁকিয়ে তুলতে গেলো ?

কনস্তান্তিন। কিন্তু সে সাম্রাজ্যকেও করা হোলো হোলি। সম্রাটরা রইল, কিন্তু সব শক্তি দেওয়া হোলো চার্চকে। আব সকল শক্তির মূলধার হয়ে রইলেন পোপ, দি হোলিয়েষ্ট অব দি হোলিজ !

সীজার। রোমান বীরত্ব রইল না, দিকে দিকে অভিযান রইল না, জয়ের আনন্দ রইলনা, কী আর তবে রইল রোমের !

সুপ্রভা। সবই রইল সীজার। শুধু ময় পড়ে আর জর্দনের জল ছিটিয়ে সব কিছু হোলি করে নেওয়া হতে লাগল।

সীজার। খুবই বুদ্ধ হতে লাগল ?

কনস্তান্তিন। তা লাগল বৈ কি !

সুপ্রভা। লাগল বলে লাগল ! খার্মোপলির মতো বুদ্ধও নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে উঠল। পিউনিক বুদ্ধও ক্ষণস্থায়ী প্রমাণিত হোলো।

সীজার। আর বীরত্ব ?

কনস্তান্টিন। রাজা-রাজড়া, সৈন্যসামন্তদের ত কথাই নেই, চটের পোষাক-পরা উপোসী-পুরুতরাও আগুনে হাত বাড়িয়ে সত্য-বিশ্বাসের পরিচয় দিত। চোখের পাতাটিও তাদের নড়তনা।

কনস্তান্টিন। একটা শ্রেণীই গড়ে উঠল হাতের তালুতে প্রাণ নিয়ে নারীর মর্যাদা রাখবার জন্তে।

সদানন্দ। যে প্রাণ হাতের মুঠোয় করে ধরা যায়, সে আবার প্রাণ নাকি ! সে ত কেবল অভিনয়ের সময় হাত-তালি নেবার জন্ত অভিনেত্ৰাই করে থাকে, দেখিছি।

ক্লিওপেত্রা। চমৎকার ! চমৎকার বলছে তুমি ! আমার কাছে এস। তোমার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হবে !

সদানন্দ। হানিবল রাগ করবেন না ত !

ক্লিওপেত্রা। না, না। রাগ করবে হানিবল ?

হানিবল। ওর ওপর রাগ করব কেন ? ও ত রোমান নয়।

[সদানন্দ মঞ্চের অন্তর্দিকে গিয়া হানিবল আর ক্লিওপেত্রার কাছে দাঁড়াইল]

সীজার। রোম তাহলে নব রূপ ধরে বেঁচেই রইল ?

কনস্তান্টিন। ওই জন্তুইত রোমকে আমি খুঁটের চরণে নিবেদন করে-ছিলাম।

সুপ্রভা। আমি যেমন নিবেদন করলাম আমার ওই বন্ধুকে নীল-নন্দিনীর নলিন-চরণে।

সদানন্দ। এ তুমি কি বলছ!!

সুপ্রভা। বলছি ওঁদেরকে, তোমাকে নয়।

ক্লিওপেত্রা। মুখ ভারি করলে কেন ! ও-মুখ নাড়ায় এ-মুখ ত ভারি

হবার কথা নয়। জাথ হানিবল, বিংশ শতাব্দীর প্রেম
কী ঠুনকো, জাথ।

হানিবল। আমি হলে ওই মেয়েটিকে আরো রাগিয়ে দিষে আরো
চোখা-চোখা বুলি শুনতাম, চোখা-চোখা বাণের মতো
বিঁধে আমাদের আনন্দ দিত।

সুপ্রভা। হানিবল খুঁট জন্মাবার আগেই খুঁটের নীতি পালন করত
একগালে চড় খেয়ে আর এক গাল বাড়িয়ে দিষে। আব
আপনি কনস্টান্টিন, আপনি কি খুঁট ধর্ম গ্রহণ কবেও তাঁব
নীতি সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস করতেন ?

কনস্টান্টিন। রোম আর আমি, দুই-ই তখন মূছার মুখোমুখি, বিশ্বাস
অবিশ্বাস নিয়ে দ্বন্দের অবসর তখন কোথায় ?

ক্লিওপেত্রা। আমি আর এই ভারতীয় তরুণও মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে।
কেবল হানিবল কাছে রয়েছে বলে দ্বন্দের মীমাংসা কবতে
পারছি না !

সুপ্রভা। ও কিছু আস্তানি নয়, নীল-নলিনী।

সীজার। আমার মতো সীজার কেউ হোলো রোমান-ক্রিস্টিয়ানদের
মাঝে ?

কনস্টান্টিন। হোলো বৈ কি ! সীজারও হোলো, ট্রায়ামভিরও হোলো,
অলিভ-পাতা মুকুটে সোঁটেও দিল।

সদানন্দ। রোমান অ-রোমান দুই জাতেরই ক্রিস্টিয়ানরা ; অনেকটা
এই কার্থেজিয়ান আর ইগুয়ান যেমন নীলপদ্মের মুকুট
পরবার স্বপ্ন দেখছে।

ক্লিওপেত্রা। কার স্বপ্ন সার্থক হবে বিচার করে বলত, তুমি ?

সীজার। ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। রোমান বিচার তার
নিরপেক্ষতা হারালোনা ত !

কনস্তান্তিন। বোমান আইনই ত চালু হোলো ?

সুপ্রভা। সৰ্কজ, সীজাব। দুই-আমেৰিকা, বিশাল এই আফ্রিকা, মহান এসিয়া ! সামাজ্য, কলোনি, শাসন, শোষণ, বোমেব সকল সুবিচাব।

সীজাব। ক্রাইষ্ট তাহলে কিছুই কবতে পাবলেন না।

সুপ্রভা। ক্রাইষ্ট যা পাবলেন না, ক্রিষ্টিয়ানবা তা কবল।

সীজাব। কি কবল তাবা ?

হানিবল। আমি জানি সীজাব, কী তাবা কবল। সবাব পব অনেক দিন এনিয়ায় গুবে বেডিয়েছি। আমি দেখেছি ক্রিষ্টিয়ানবা আগে আগে চলেছে ক্রস বুকে নিয়ে, আব তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ কবে অগ্রসর হয়েছে সঙ্গীন উচিয়ে সৈনিকবা, তাদের চলবার পথ বন্ধাক্ত কবে।

ক্রিপেত্র। আফ্রিকাতেও তাই দেখেছি আমি। হানিবলও দেখেছে।

সদানন্দ। আমেরিকাব, বিশেষ কবে, দক্ষিণ আমেরিকাব, কেউ এখানে থাকলে ওই কথাই বলত।

সীজাব। বোম ক্রিষ্টিয়ান হয়েও তাহলে অজ্ঞেয়, আপবাজেয়ই, বইল ?

সুপ্রভা। না সীজাব, ক্রিষ্টিয়ানিটি বোনেবে অবলম্বন কবে ইম্পিৰিয়াল হোলো।

[সন্টপণ পবেশ কবিলেন।]

সেইণ্ট পল। না, মা, না, তুমি বড় ভুল কথা বল্ল, মা।

সুপ্রভা। ভুল বল্লাম ?

সেইণ্ট পল। ভুলই বল্ল। ক্রিষ্টিয়ানিটি একমাত্র ক্রাইষ্টকে অবলম্বন কবেই বড় হয়েছে।

সীজাব। তুমি কেছে বাপু, বোমেব দাম দিতে কার্পন্ত কব।

সেইন্ট পল। নাম আমার যখন ছিল, তখন সবাই আমাকে সাউল বলে ডাকত। যখন ক্রাইষ্টের সেবক হলাম, তখন নাম ধাম সবই লোপ পেল। পথে পথে, শহরে-শহরে, গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেড়াতাম তাঁরই বাণী কণ্ঠে নিয়ে। কিছুদিন পরে গুনলাম, যে-আমি একদিন সাউল ছিলাম, সে হয়েছে পল : ক্রমশ লোকে বলতে লাগল সেইন্ট পল।

কনস্টান্টিন। আমি কে জানি ?

সেইন্ট পল। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই জানি না আমি। সীজার। তিনি কে ?

সেইন্ট পল। ক্রাইষ্ট লর্ড জেসাস। জনগণের জন্ত যিনি জীবন দিয়েছিলেন। জনগণকে স্বর্গরাজ্যের হৃদিস দেবার জন্ত সমাধিতেই যিনি নবজীবন নিয়েছিলেন।

সীজার। নবজীবন পেয়ে তিনি কি বলেছিলেন ?

সেইন্ট পল। বলেছিলেন, মানুষ ভগবানের সন্তান ; বলেছিলেন, তিনি নিজেও তাই ; বলেছিলেন, মানুষের জন্ত স্বর্গের দুয়ার খোলা আছে , বলেছিলেন, মানুষ অন্তরে-বাহিরে যেদিন অমল হবে, সেদিন সে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হবে।

সুপ্রভা : ও-সবই ত পুরোণো কথা, সেইন্ট।

সেইন্ট পল। তুমি ভারত-তনয়া, তোমার ও-কথা শোনা আছে। অমৃতের পুত্র মানুষ, এ অভিজ্ঞতা বংশাশ্রুত্রে তোমাদের চেতনায় সঞ্চারিত হয়েছে ; চিন্তাশক্তির তত্ত্বও তোমাদের অজানা থাকবার কথা নয় ; ষড়রিপু জয়ের ফলে চিত্ত যখন শুদ্ধ হবে, সহস্রদল-পদ্ম তখন বিকশিত হয়ে অন্তরলোক এমন সুষমায় ভরে দেবে যে, মানুষ ভগবানে রূপান্তরিত

হবে, স্রষ্টা, সৃষ্ট আৰু সৃষ্টি একই ৰূপ পাবে। চৰাচৰ তখন
 হ'বে ওই আকাশেৰ মত নিৰ্মল, ওই তাৰাব মত উজ্জল,
 ওই স্বৰূপ প্ৰকৃতিৰ মতো শান্ত। তোমাদেবই পূৰ্বপুৰুষদেব
 কথা।

সনন্দ। আমাৰ ওসব মানি না।

সেইট পল। মন যখন শুদ্ধ হ'বে, তখন মানবে।

সুপ্ৰভ। আমাৰ মানুষেৰ মন থেকে ও-সব চিন্তাব মূল উপড়ে ফেলে
 নিতে চাও।

সেইট পল। চাইলেহ কি পাববে, মা ?

সুপ্ৰভ। শক্তি অজ্ঞান ক'লেই পাবব।

সেইট পল। ক'লেহ ত সেহ শক্তিই মানুষে-মানুষে জাগাতে চেয়েছিলেন।

সুপ্ৰভ। সে শক্তি নব। সে শক্তি যে ব্যৰ্থ, তা প্ৰমাণিত হয়েছে।
 আমাৰা চাইছি পাৰ্থিব শক্তি।

সেইট পল। তাৰ অভাব এই সীজাবেৰ, এই জানিবলেৰ, ছিলনা। তবুও
 অতৃপ্ত বাসনা-কামনা নিয়ে এৰা বুবেই বেড়াচ্ছে।

জানিবল। আমি বিচাৰ চাইছি বোমেৰ অবিচাবেৰ।

সেইট পল। অথচ নিজেই বোমেৰ প্ৰতি সেই অবিচাব কবেছ, যাৰ
 বিচাব তুমি চাইছ।

সীজাব। জানিবল মনে কবে ওব বোম-আক্ৰমণ জায়-সঙ্গত ছিল,
 আৰ অস্তায় কৰেছিল কেবল বোম।

জানিবল। সীজাৰও মনে কবেন ব্ৰণ্টাস ঠেকে হত্যা কবে অস্তায় কবে-
 ছিল, আৰ পম্পিকে হত্যা কৰিয়ে উনি দিয়েছেন স্বাৰেব
 প্ৰতিষ্ঠা।

সদানন্দ। Dog eats dog !

সেইন্ট পল। যে পার্থিব শক্তির ওপর তোমার একমাত্র ভরসা মা, তা মানুষকে এই হানিবলের, এই সীজারের, চেয়ে এগিয়ে নিতে পারেনি বলেই ক্রাইষ্টের আবির্ভাব অপরিহার্য হয়েছিল।

জুপ্রভা। ওঁদের ওই শক্তির বিরুদ্ধেও আমাদের প্রতিবাদ।

ক্রিওপেত্রা। আমার শক্তির সাধনা করচ, তাই বল ভারত-নন্দিনী! সেইন্ট পল পরথ করতে চান কিনা দেখি।

সেইন্ট পল। তোমার শক্তি কে পরথ করবে, কিওপেত্রা! তোমার যে চিত্তশুদ্ধি শুরু হয়েছে!

ক্রিওপেত্রা। চিত্তশুদ্ধি! আমার?

সেইন্ট পল। নইলে হানিবল-সীজারের মৈত্রীর জন্ত তুমি এত ব্যাকুল হবে কেন?

ক্রিওপেত্রা। ওইটুকুই শুধু দেখলে, সেইন্ট!

সেইন্ট পল। আরো দেখেছি নীল-নন্দিনী। তোমার সারা মন আজও চাইছে পরিপূর্ণ মানুষ। তোমার ওই কামনা থেকেই নিশরের মানুষ আজ পূর্ণতার সন্ধান চাইছে। দামিনীতে কামিনী থাকলেই দামিনী কামিনী হয় না।

ক্রিওপেত্রা। কিন্তু তোমার ক্রাইষ্ট, সেইন্টপল, তোমার ক্রাইষ্ট কি কামিনীর ছায়াও স্পর্শ করতে নিষেধ করেন নি?

সেইন্ট পল। নারীকে তিনি বিচারিণী, ব্যভিচারিণী, হতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু তাদেরকে অনন্ত-নরকে ফেলে রাখতে চাননি, দামিনীই করতে চেয়েছেন, যাতে কবে একদিন সেই ক্ষণপ্রভারা স্থিরপ্রভা হতে পারে।

কনস্তান্টিন। আর আমি, সেইন্ট পল, আমি যে পথচারী ক্রিস্টিয়ানটিকে সাম্রাজ্য দিলাম, সম্পদ দিলাম, আমার শক্তিকে কি

একটিবাবও তুমি স্বীকৃতি দেবে না এদের সান্নে ? আমাকে বলবার কোন কথাই কি নই তোমার ?

সেইন্ট পল। তোমাকে ! সম্রাট, তোমাকে ক্রাইষ্টেব এই কথাটিই শুধু শুনিষে রাখি,—It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich-man to enter into the kingdom of Heaven

সুপ্রভা। চুলোয় বাক সীজাব, জ্যানিবল, কনস্তান্তিনের শক্তিব কথা।

সেইন্ট পল। চুলোয় বাবাব নয় বলেই ত হাজাব হাজাব বছর পরেও ওদের শক্তি পবথিব বিষয় হয়ে রয়েছে। "

সমানন্দ। ও শক্তি আমবা চাই না, ওব ধর্মাবশেষ বা যেখানে রয়েছে, গুঁড়িয়ে ছিড়িয়ে দিতে চাই, আমরা।

সেইন্ট পল। আবাবও জিজ্ঞাসা কবি, চাইলেই কি পাবা যায় ?

সুপ্রভা। দেখুন সেইন্ট, আপনাদের এই ধরনের বুলি আমাদের অনেক শোনা আছে। আগে আমবা ও-থেকে গভীর অর্থ বাব কবাব জ্ঞান হান্সকব গান্ধীয়া আব লজ্জাজনক ধৈর্য নিয়ে বিচাব-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতাম।

সেইন্ট পল। আব এখন ?

সুপ্রভা। এখন বুঝি বিয়ালিটিকে এড়িয়ে বাবাব ও হচ্ছে বীতমত বিদ্যাকশনাবি একটা ট্যাকটিকস্।

সেইন্ট পল। এখন তাহলে তোমবা কোন শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে চাও ?

সুপ্রভা। জনশক্তিকে।

সেইন্ট পল। ক্রাইষ্টও তাই চেয়েছিলেন।

সীজাব। বত গোলমালের মূল দেখা যাচ্ছে এই ক্রিস্চিয়ানিটি। আর তার জ্ঞান দায়ী ভূমি, তুমি কনস্তান্তিন। তুমিই খাল কেটে কুমার আনলে ! তোমাকে হত্যা কবলে যদি

ক্রিস্টিয়ানিটির মূলোচ্ছেদ হোতো, তোমাকে আমি হত্যাই করতাম।

ক্রিওপেত্রা। একবার যে হত হয়, তাকে ফিরে আর হত্যা করা যায় না, সীজার।

সদানন্দ। ঠিক বলেছেন ক্রিওপেত্রা। ভূতগুলোর তাই অত স্পর্ধা! যখন তখন ঘাড়ে চাপে।

সুপ্রভা। হ্যাঁ, সেই ঘাড়ে, যে-ঘাড় ভূত বইতে পারলেই ধন্য হয়!

ক্রিওপেত্রা। আর ভূতও ধন্য হয় ভর করবার মতো ঘাড় পেলে!

সুপ্রভা। তাইত ভূতগুলো শুধু ঘাড়ে ভরই করে না, ঘাড় ভাঙেও। সবই আমাদের ব্যর্থ করে দিতে হবে। সব, সব।

ক্রিওপেত্রা। কিন্তু তোমাদের ওই সেক্সপীয়ার ভূতগুলোর স্পর্ধা বড় বাড়িয়ে দিয়েছে তার নানা নাটকে। তাদেরই সে হাঁপো করে নাটক লিখেছে, যারা যুক্তির আলো ছেলে পথ দেখতে পারেনি, পথ বেছে নিয়েছে ভূতের অঙ্গুলি নির্দেশে। এমন কি যে জুলিয়াস সীজারকে সে অমর করতে চেয়েছে, তাকেও ভূত বানিয়েছে।

সীজার। কি বলে, ক্রিওপেত্রা! আমাকেও ভূত বানিয়েছে?

ক্রিওপেত্রা। হ্যাঁ, সীজার, তোমাকেও! আর সে ভূতকে হামলেটের বাপের ভূতের মতো শাস্ত-শিষ্ট করেনি, ব্যাঙ্কোর ভূতের মতোই বীভৎস করেছে।

সীজার। আমাকে বীভৎস করেছে! কী করেছে, বলত?

ক্রিওপেত্রা। ত্রুটাস তোমাকে দেখে বলেছে monstrous, কিম্বদন্তি-কিম্বদন্তি। জিজ্ঞাসা করেছে তোমার সেই মূর্তিকে:

Art thou anything ?

Art thou some god, some angel or some devil,

'That makes my blood cold and my hair to stare ?

সীজার। আমি monster ! আমি devil ! আমার মুখের ওপর
ওই কথা বলবে, ক্রটাস ! বলত যদি, সে কি বেঁচে থাকতে
পারত আমাকে হত্যা করবার জ্ঞান ? আমিই তাকে
আগে-ভাগে হত্যা করতাম না !

ক্রিপেত্র। তাইত তুমি বেঁচে থাকতে ক্রটাসকে দিয়ে ও-কথা
বলায়নি, দেবপীয়ার !

সীজার। তবে কখন বলিয়েছে !

ক্রিপেত্র। বলিয়েছে ফিলিপির পথে, তাবতে, চশিচনার বৃশ্চিক-দংশনে
ক্রটাস যখন ছটফট করছিল, তখন।

সীজার। আমাকে দিয়ে কী বলিয়েছে ?

ক্রিপেত্র। সে জিজ্ঞাসা করল, বল তুমি কী ! তুমি বলে, তোমার
কুগ্রহ, ক্রটাস !

সীজার। এটা কিন্তু মন্দ বলায়নি ! অন্তর দেখতে পারে ওই
নাট্যকাব দেবপীয়ার ! তারপর ক্রিপেত্র, তারপর ?

ক্রিপেত্র। সে জিজ্ঞাসা করলে, কেন এসেছ তুমি ?

সীজার। আর আমি ! আমি কি বললাম ?

ক্রিপেত্র। ফিলিপিতে দেখা হবে সেই কণাই বলতে এলাম, শোনালে
তুমি।

সীজার। সে ?

ক্রিপেত্র। সে বলে, অসংবাদ ! আবার তাহলে দেখতে পাব তোমাকে ?
তুমি বলে, হ্যাঁ, ফিলিপিতে। ভাল, ফিলিপিতেই তবে
তোমাকে দেখব আবার, বলে সে।

সীজার। ফিলিপিতেও আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল নাকি !
ক্লিওপেত্রা। না। তবে তলোয়ারের ওপর ক্রটাস যখন ঝাঁপ থেয়ে
পড়ে আত্মহত্যা করল, তখন তার শেষ প্রাণসে ধ্বনিত
হোলো—এবার শান্ত হও, সীজার !

[সীজার হো-হো করিয়া হাসয়া উঠিল।]

ও কি ! অমন করে হাসছ কেন, সীজার ? নাটকখানি
কমেডি নয়, ট্রাজেডি ! ওদের বিচারে শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি।
সীজার। হুঁ। জানলে ক্লিওপেত্রা, তোমার ওই সেক্সপীয়ার দরদী
নাট্যকার ছিল। অবশ্য কিছুটা অম্লকরণপ্রিয়ও ছিল।
সুপ্রভা। যার নাটক পড়েননি, তাঁর সম্বন্ধে ও-মন্তব্য করবার কোন
অধিকার আপনার নেই, সীজার !
সীজার। জাথ, পড়া চোখের কাজ, আর বোঝা মনের, যেমন শোনা
কানের কাজ, অথচ বোঝা সেই মনেরই। তাই পড়ার
আর শোনার চেয়ে বড় কথা বোঝা। আর সব চেয়ে বড়
কথা মনের বোঝবার শক্তি। সেই শক্তি আমার
আছে বলেই আমি বুঝিছি, ক্রটাসকে হত্যা করতে
নাট্যকারের মন আদৌ সায় দিচ্ছিল না। তাই বলি,
সে দরদী। কিন্তু যে-হেতু রোমের অম্লকরণ না করলে
বড় হওয়া যাবে না, সেই হেতু সুবিচার দেখাবার জগে
ক্রটাসকে সে বেঁচে থাকতে দিলে না। Poetic Justice !
অথচ মারবার দায়িত্ব নিজেও সে নিতে পারল না। তাই
গ্রীক-ডেষ্টিনির সহায়তা চাইল সে। ডেষ্টিনি কি, তা
আবার তার জানা ছিল না; ভাবল, ডেষ্টিনি
বস্তুটি ভূতের মতোই কিছু হবে ! সে চাইছিল আমাকেই

হীরো করতে। কিন্তু আমাকে ভূত বানিয়ে ক্রটাসকে দিয়ে সে অন্ততাপ করালো, আত্মত্যাগ কবালো। ক্রিষ্টিয়ানদেব মতে ক্রটাসেব জন্তে স্বর্গেব ছয়াব খলে গেল। আর তার নিজের এই অত-সাধের হীরোটিকে কি করল?

ক্রিওপেট্রা। তার ওপর কৃষ্ণ-যবনিকা ফেলে দিল আন্তনিকে দিয়ে এই স্বস্তি-বাচন শুনিয়ে—I come to bury Caesar and not to praise him!

সীজাব। কিন্তু তবুও বলব, ওই সেক্সপীয়ার সত্যজ্ঞা ছিল। সে দেখেছিল ভূতের ভর হলে মানুষ বিবেক বুদ্ধি বিচার সব জলাঞ্জলি দেয়।

সুপ্রভা। ক্রিষ্টিয়ান পাওয়াররা তাই দিয়েছে।

সেইন্ট পল। ক্রিষ্টিয়ান পাওয়ারদের সমর্থন করবাব জন্ত বলছি না, মা, শুধু জানতে চাইছি তাদের সম্বন্ধে সব-কথা কি তোমাব জানা আছে?

সুপ্রভা। সব কথা জানবাব দরকার আমাদের?

ক্রিওপেট্রা। না ভাই সূর্যামুখী, সব কথা না জানলে কিছুই যে জানা হয় না।

সেইন্ট পল। যতটুকু জানা যায়, তাও নিতুল হয় না।

সুপ্রভা। তুল আপনি দেখিয়ে দিন, সেইন্ট। আমি যা জানি তাই বলি। এই আফ্রিকায়, আমাদের এশিয়ায়, ছলে বলে কৌশলে ক্রিষ্টিয়ান পাওয়াররা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল। এই আফ্রিকার অধিবাসীদেরকে দলে দলে বেঁধে নিয়ে গিয়ে দাস করে বেচে দিল আমেরিকায়। এশিয়ার অধিবাসীদের অনেককেও তাই করল। আমারই

বাংলাদেশে পূর্ন গীজ জল-দস্যুরা মাঝে-মাঝে চান দিত,
ডাকাতি করত, লুঠ করত, মেয়ে-পুরুষদের ছাগল-গরু-
ভেড়ার মতো বেঁধে নিয়ে বেচে দিত স্খামাত্রাষ-জাভায-
মরিসাসে। যারা এই দাস-ব্যবসা করত, তারাও
ক্রিষ্টিয়ান ছিল, আর আমেরিকার এসিয়ার যে-সব
প্র্যাণ্টার দাস কিনত, তারাও ক্রিষ্টিয়ান ছিল। ভুল
আছে এতে কিছু ?

সেইন্ট গল। না, মা।

সদানন্দ। আমাদের দেশের তাঁতীদের কাছ থেকে সস্তায় স্ততো
নেবার জন্ত নানা ক্রিষ্টিয়ান ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী যে
অত্যাচার উৎপীড়ণ করত, তাতে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের
তাঁতীরা তাদের হাতের বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলে নিজে-
দেরকে অকর্ম্মজ করে অনাহারে থাকত। শুনেছেন
এমন কথা ?

সেইন্ট গল। শুনেছি।

সুপ্রভা। আমাদের দেশের নীল-চাষীদের ওপরও ওই জুলুম জববদশি
চলত। তাদের ঘরের বউদেরও নিরাপদ রাখা যেতনা কাগুক
প্র্যাণ্টাসদের লালসা থেকে। সে-কথা জানেন সেইন্ট ?

সেইন্ট গল। জানি।

সদানন্দ। আমাদের দেশের ছোট-বড় রাজা-রাজড়াদের সম্পত্তি
যে-কোন ছল-ছুতো করে বাজেয়াপ্ত করা হতো, ঐযাচারী
আইন করে ব্রিটিশ-রাজত্বে থাস করে নেওয়া হতো।
তার কোন খবর রাখেন ?

সেইন্ট গল। রাধি।

সুপ্রভা। আমাদের দেশের লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহ করে, বাক্যে বলা হয় সীপাতি-বিদ্রোহ। বিদ্রোহ বার্থ হয়। বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার নাম করে ব্রিটিশ-সৈনিকরা গায়ে-গায়ে ঢুকে নিরোহ নিরাপরাধ চাষী-মজুরদেরকে গুলি করে মেবে পথের পাশে গাছে-গাছে ঝুলিয়ে দিত, প্রতিদিন গাড়ী-গাড়ী মৃতদেহ নিয়ে আসত মফঃস্বল থেকে সদরে। তার মর্মান্বন বিবরণ পড়েছেন, সেইন্ট ?

সেইন্ট পল। পড়িছি।

সদানন্দ। আমাদের দেশের জালিনওয়ালাবাগেব নির্ধূর হত্যা কাণ্ডের কথা, বিনা বিচারে আটক রাখবার কথা, নিরাসিত করবার কথা, জানা আছে আপনার ?

সেইন্ট পল। আছে।

সুপ্রভা। এইবার ভুল দেখিয়ে দিন।

সেইন্ট পল। কোন ভুল নেই, মা, তোমাদের বিবরণে। চোখে তোমরা কিছুই দেখনি। কিন্তু নিভুল পড়েছ ক্রিষ্টিয়ান লেখকদের বাস্তব মূল্যবান রচনা।

সুপ্রভা। ও সব কারা করেছিল, সেইন্ট ?

সেইন্ট পল। করেছিল বণিকরা, সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতারা।

সুপ্রভা। তারা ক্রিষ্টিয়ান ছিল কিনা ?

সেইন্ট পল। ক্রাইষ্টের মতে নয়। তবুও যদি তুমি বল তারা নিজেদেরকে ক্রিষ্টিয়ান বলত, অনাচার করবার সময় ক্রাইষ্টের নাম মুখে নিয়েই তা করত, আমাদের মানতেই হবে তারা ক্রিষ্টিয়ান ছিল।

সুপ্রভা। তবে ?

সেইন্ট পল। পৃথিবীতে ওই কটি লোকই কেবল খ্রিষ্টিয়ান ছিলনা। দাস-ব্যবসা মানুষের যে অবমাননা করে, তা খ্রিষ্টিয়ান লেখিকাই সর্বপ্রথমে বর্ণাঢ্য করে প্রকাশ করেন। ওই ব্যবসা বন্ধ করবার আন্দোলন যারা করেন, তাঁরাও খ্রিষ্টিয়ানই ছিলেন। হেস্টিংস-ক্লাইভের বিচার যারা করেন, তাঁরাও খ্রিষ্টিয়ান। তোমাদের দেশের কোম্পানীর রাজ্য, আমেরিকার ব্রিটিশ কলোনি, যারা অবাঞ্ছনীয় বলেছিলেন, তাঁরাও খ্রিষ্টিয়ান ছিলেন। পরবশত। থেকে তোমাদেরকে যারা মুক্তি দিলেন তোমাদেরই সঙ্গে আলাপ-অলোচনা করে, তাঁরাও খ্রিষ্টিয়ান। স্বাধীনতায মানুষের জন্মগত অধিকার আছে, সাম্য-মৈত্রী-মানব-প্রীতি কথাব কথা না রেখে সমাজ-জীবনে ফনিযে ধরতে হবে, মানুষকে সে কথা যারা শুনিয়েছেন, তাঁদেরও অনেকেই খ্রিষ্টিয়ান ছিলেন।

সুপ্রভা। কিন্তু হোলো কি, সেইন্ট! স্কুল কিছু পাওয়া গেল কি? সেইন্ট পল। মন সাফ করে পৃথিবীর দিকে চেয়ে জাখ, মা, দেখবে এই মরু কাননের মতোই বিশ্ব-মরুর বুকে কত কানন ফুলে-ফলে-ভলে সুজল-সুফল-শ্রামল হয়েছে।

সুপ্রভা। চেয়ে দেখেই ত বলছি, দেশের পর দেশ শ্রাণন করেও খ্রিষ্টিয়ান পাওয়ারদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার নিবৃত্তি হোলোনা! আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি সেইন্ট, চেকোস্লোভাকিয়ার লিড্‌সি গ্রাম। প্রাগ থেকে কয়েক মাইল দূরে কয়েক শত রুসক, খনি-মজুর, দোকানী, শিক্ষক-শিক্ষিকার পারিবার নিয়ে গড়ে ওঠা একটি শান্তির নীড় ছিল এই লিড্‌সি। চেকোস্লোভাকিয়া দখল করে নাৎসীরা একটি

ঘাটি স্থাপন করল সেই গাঁয়ে। একদিন আকাশ থেকে প্যারাহুট করে নেমে এসে দুটি সৈনিক, কোন্ দেশের তা কেউ জানেনা, নাৎসী-দলের দুদে-কুয়েরারটিকে হত্যা করে উধাও হলো! বাস, আর বায় কোথায়! বাড়ী-বাড়ী থানাতল্লাস, জনে-জনে প্রশ্ন। গাঁয়ের লোকেরা কিছুই জানেনা, কিছুই বলতে পারেনা। একদিন নিশীথরাতে সারা গ্রামখানি ঘিরে ফেলা হলো। স্বী, পুরুষ, শিশু সকলকে বিছানা থেকে টেনে তুলে বেঁধে নিয়ে চল নাৎসীরা। জ্রীলোকদেরকে গৃথক করে দিল পুরুষদের কাছ থেকে। শিশুদেরকে হিনিয়ে নিল মায়েদের বুকে থেকে। জ্রীলোকদেরকে পাঠিয়ে দিল কনসেন্ট্রেশন্ ক্যাম্পে। শিশুদেরকে বেচে দেবার জন্ত পাঠিয়ে দিল নাৎসী-অধিকৃত নানা দেশে। যাদের খন্দের জুটলনা, তাদেরকে গ্যাস-চেম্বারে পুরে মেরে ফেলল। আর পুরুষদেরকে, বালকদেরকে, মায়ে চার্চের পুরোহিতকে, দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে একে-একে গুলি করে মেরে ফেলা হলো! তারপর, গাঁয়ের বাড়ী, ঘর, চার্চ, সবকিছু ডাইনামাইট দিয়ে ভেঙ্গে ফেলল তারা, চষে ফেলল সারা গ্রামখানি, কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে সেই স্থানকে ঘিরে রাখল নাৎসী ক্রিস্টিয়ানদের তর্কার শক্তির নিদর্শন হিসেবে! খুঁট জন্মাবার একশ ছেচলিশ বছর আগে প্যাগান-রোম কাথেজে যা করেছিল, খুঁটের মৃত্যুর প্রায় সাড়ে উনিশ-শ' বছর পরে নাৎসীক্রিস্টিয়ানরা ঠিক তাই-ই করল চেকোস্লোভাকিয়ার ওই লিড সি গ্রামে!

সেইস্ট পল। তারপর, মা, বল, তারপর কী হলো?

সুপ্রভা । তারপর চেকরা নব-লিড্‌সি গড়ে তুল, লিবারেশনের পর ।
সেইন্ট পল । লিড্‌সির মর্যাদা ঘটনার নিদারুণ স্মৃতি তোমাকে উত্তপ্ত
করেছে, তাই সংক্ষেপেই জবাব দিলে তুমি । কিন্তু যে
ঘটনার তুমি বিবরণ দিলে, তারও চেয়ে শ্রবণীয় ঘটনা
ঘটেছে ওই লিড্‌সিকে অবলম্বন করে । আমি
তা জানি ।

সুপ্রভা । বলুন, যা জানেন আপনি !

সেইন্ট পল । ক্রিস্টিয়ান-অক্রিস্টিয়ান যারাই এই বিবরণ শুনল, তারাই
উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল *Lidcie shall live!* ধ্বনি
উঠল ব্রিটেনে, ধ্বনি-উঠল দুই-আমেরিকায়, ধ্বনি উঠল
মিশরে, ধ্বনি উঠল পৃথিবীর নানা দেশে । নানা দেশ
সহানুভূতি জানালো, পাঠালো প্রচুর অর্থ, ভাগিয়ে তুল
লিড্‌সি ফিবে গড়ে তোলবার উদ্যোগ । নতুন লিড্‌সি
একখানি পটে-আঁকা ছবির মতো হুটে উঠেছে, দেখে
এসেচ ত, মা ?

সুপ্রভা । এসেছি । যেমন দেখে এনেছি মৃতদের পাইকাবা-সমাধি !

সেইন্ট পল । দেখে এসেছ সেই সমাধি-ক্ষেত্রেব বৃকের উপর দাঁড়িয়ে
আছে যে ক্রিস্ ?

সুপ্রভা । এসেছি । নিশ্চয় পবিত্রাস বলেই তা আমার মনে
হয়েছে !

সেইন্ট পল । আর নানা-দেশ থেকে পাঠানো গোলাপের-চারি দিয়ে
গড়ে তোলা সেই অপরূপ গুলবাগ দেখে এসেছ, বিশেষ যাব
বিতীয়টি আর নেই ?

সুপ্রভা । এসেছি ।

সেইন্ট পল । দেখে এসেছ সেই জননীটিকে, যিনি স্বামী হারিয়ে, ভাই

হারিয়ে, সম্ভানদের গ্যাস-চেম্বারে বিসর্জন দিয়ে, কনসেন-
ট্রেশন ক্যাম্পের ছঃসহ বাতনা সহ করেও বেঁচে ছিলেন ?

সুপ্রভা । এসেছি ।

সেইন্ট পল । শুনে এসেচ তাঁর মুখ থেকে, মুক্তির পর যে-সফল নিয়ে
লিড্‌সিতে তিনি ফিরে এসেছেন ?

সুপ্রভা । এসেছি ।

সেইন্ট পল । এঁদের বল, কি শুনে এসেছ !

সুপ্রভা । পৃথিবীর কোন দেশে, কোন কালে, কোন কারণে, আর
যাতে না শিশু-হত্যা হয়, তারই জন্ত জীবনের শেষ-দিন
পর্যন্ত, বর্তমানের সকল পিতা-মাতার কাছে তিনি আবেদন
বয়ে-বয়ে ফিরবেন ।

সেইন্ট পল । কারুর ওপর তাঁর বিদ্বেষের কোন পরিচয় পেলো ?

সুপ্রভা । না ।

সেইন্ট পল । শুনে এলে চেকোস্লোভাকিয়ায় যে, তারা জাংশীনার
পুনর্গঠন কামনা করে ?

সুপ্রভা । শুনে এলাম ।

সেইন্ট পল । এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেও কি তুমি বলতে পার,
মা, যে, কার্বেজের পর মানুষের মনের কোন পরিবর্তনই
ঘটেনি ?

সুপ্রভা । কিন্তু তারপর সেইন্ট, তারপরও যে-আঙুন জেলে
তোলবার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাতে করে কি ভাবা যায়,
মানুষের খুবই পরিবর্তন হয়েছে ?

সেইন্ট পল । ভাবতে পারি, যখন দেখি লিড্‌সির, হিরোসিমার, নাগা-
সাকির নির্মমতা বন্ধ করবার জন্ত দেশে-দেশে দাবী মুখর
হয়ে উঠেছে ; যখন দেখি এসিয়ায় আফ্রিকায় সমগ্র আরব-

চক্রে নব-জাগরণ দেখা দিয়েছে; যখন দেখি তোমাদের
পঞ্চাশ সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করছে। তবুও স্বীকার করি
করি, মা, স্বীকার না করে পারি না যে, মানুষ জ্ঞানে
বিজ্ঞানে, দশনে, শিল্পে, কাব্যে, সাহিত্যে এত সম্পন্ন
হয়েও মনকে আজও সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত করতে পারেনি!

[কাল' মাস্ক' প্রবেশ করিলেন।]

মাস্ক'। কেন পারেনি, বলুন ত সেইন্ট পল ?

সীজার। তুমি কে এলে আবার !

মাস্ক'। মাস্ক', কাল' মাস্ক'।

সুপ্রভা। আপনি কাল' মাস্ক' ?

[মাস্ক' মাথা নাড়িলেন]

মাস্ক'। প্রশ্নের জবাব দিন, সেইন্ট পল। মানুষের দুর্গতি মানুষ
কেন দূর করতে পারছে না ?

সেইন্ট পল। মানুষ লোভ জয় করতে পারেনি বলে।

মাস্ক'। ও ত হোলো নেগেটিভ কথা। নিরম্ম, নিরাশ্রয়, শোষিত,
উপেক্ষিতদের বাঁচবার কথা বলুন।

সেইন্ট পল। নিরম্ম কেন থাকবে মানুষ ?

মাস্ক'। লোভিরা সব কেড়ে খায় বলে।

সেইন্ট পল। লোভ তারা জয় করুক, তাহলে কেড়ে খেতে ইচ্ছে করবেনা।

মাস্ক'। কেড়ে কেড়ে খেয়েই যে তাদের লোভ বেড়ে গেছে! আব
কেড়ে বতদিন খেতে পারবে, লোভ তাদের বাড়বে ছাড়া
কমবে না। আগে তাদের কেড়ে খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

সেইন্ট পল। বন্ধ করবে কে ?

মাস্ক'। বাদের প্রাপ্য কেড়ে খাওয়া হয়, তারা।

সেইন্ট পল। তারা যে দুর্বল।

মান্ন' । সজ্ববদ্ধ হলেই সবল হবে ।

সেইন্ট পল । সজ্ববদ্ধ তাবা হবে কেমন কবে ?

মান্ন' । বাচবাৰ ভিন্ন কোন উপায় নেই জেনে । সকলের সমবেত
চেষ্টায় সকলের উন্নতি হবে । ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা
থাকবে না । প্রতিযোগিতা না থাকলে লোভ থাকবে
না । লোভ না থাকলে ঈর্ষা থাকবে না । ঈর্ষা না থাকলে
দ্বন্দ্ব থাকবে না, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হিত করতে চাহবে ।
ক্রিওপেণা । হবেনা হবেনা, মান্ন মশাই, আপনাব আকাশ-৫ স্তম মর্ত্যে
দুলেব ফসল বুনে দেবেনা ! মান্নবেব কল্পনা, কামন,
বাসনা, নোপাবেব বাঁধ দিয়ে বাঁধা যাবে না ।

[দ্ব হইতে খোল করতালের বাজনা ভাসিখা আসিল, চৈতন্ত মহাপ্রভু শ্রবেণ করিলেন ।]

সেইন্ট পল । আপনি যে বিপ্লব চান, তা বৈষয়িক বিপ্লব, মানাসক
বিপ্লব নয় । বিষয় নয়, মান্ন', মান্নয়, মান্নয় আব তাব
মনট হচ্ছে বড কথা ।

চৈতন্ত । এহ বাহু, আগে কহ ।

সেইন্ট পল । ক আপনি ?

চৈতন্ত । নিমাই । লোকে বলে, চৈতন্ত মহাপ্রভু ।

সেইন্ট পল । আপনি এসেই যে-কথা বলেন, তা ১৭২০ পাবলাম না ।

চৈতন্ত । যেতে যেতে শুনলাম তোমবা স্ত্রানের কথা কহছ । তাহ
তোমাদেব মনে করিয়ে দিতে এলাম, জ্ঞানেব ওপব বড
বেশি ভরসা বেধ না ।

সৌজার । শক্তির ওপর ?

চৈতন্ত । তাও না । অবশ্য শক্তি বলতে যদি বোঝ, মারামাৰি আব
হানাহানি ।

মাক্স । সাম্যেব ওপব ?

চৈতন্য । সকলের মাথা কেটে সবাইকে যদি সমান করতে চাও, বলব, তাও না।

সেইন্ট পল । ধর্মের ওপব ?

চৈতন্য । মানব ধর্মকে যদি না তা বিকশিত কবে, বলব, তাও না।

সদানন্দ । বিজ্ঞানের ওপব ?

চৈতন্য । অজ্ঞান যদি তাকে আচ্ছন্ন রাখে, বলব, তাও না।

ক্লিওপেত্রা । প্রেমের ওপব ?

চৈতন্য । আমি জানি মা, মানুষের প্রেমের ওপব তোমার অনেক ভবসা ছিল। কিন্তু তোমার প্রেম ক'মকে অতিক্রম করতে পারেনি। তাহ কামের আগুন তোমার অহবের প্রেমকে অবলম্বন কবে জ্বলিবার হয়েছিল। তুমি নিজের পুড়েছিল, তোমাকে যাবা স্পর্শ কবেছিল, তাকেও পুড়িয়েছিল। ও-প্রেমের ওপব ভরসা কবে মানুষ তোমার মতো, বোমিও-জুলিয়েতের মতো, বড় জোব, আত্মহত্যা করতে পারে, কিন্তু তার বেশি এগুতে পারে না। ও-প্রেমের ওপবও ভরসা রেখ না।

মাক্স । তবে কিসের ওপব ভবসা রাখবে মানুষ ?

চৈতন্য । নব্য-জাতির দেশে আমি জন্মেছিলাম, মাক্স । নৈ-নায়িক বলে খ্যাতিও কিছু অর্জন কবেছিলাম। কিন্তু নব্য-জাতি আমাকে সীমা অতিক্রম কবে ভ্রমের সন্ধানে দিতে পারেনি না। আমি তাই পুঁথি ফেলে গণ্য পাবা লাগলাম। তোমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, জাতি, নীতি, সবই মানুষকে একটা গণ্ডীর

মাঝে পূরে রাখতে চায় বলেই ত দিকে দিকে এত
অসন্তোষ! একজন মানুষ যখন সকল মানুষের কল্যাণ
করবার স্পর্ধা প্রকাশ করে, তখনই সে হয় স্বৈরাচারী।
স্তালিনের স্বৈরাচারের মূলে ছিল তাই।

মানুষ এ ত আমাবই কথা। আমিই ত বলি ব্যষ্টির নয়, সমষ্টির
শক্তিই মানুষকে কল্যাণের পথে এগিয়ে নেবে।

চৈতন্য। কোন মানুষের সমষ্টি? যারা মানুষ হিসেবে পশু, সীমাবদ্ধ?
যারা কথায় কথায় রেগে ওঠে? যারা নিজেদের মতলব
সিদ্ধি না হলেই গ্যাটম বোমার হুমকি দেখায়? না, না,
মহান মানুষ, সেই মানুষ, সেই সসীম মানুষের সমষ্টি,
প্রলেটারিয়েটও, মানুষকে মুক্তি দিতে পারবে না।

নন্দ। আমি আশা করিনি যে মহাপ্রভুও আমাকে ভুল বুঝবেন।
মানুষকে পশু হতে কোন দিনই আমি বলিনি; বলিনি,
মানুষের পাশবিকতাই কেবল সত্য, তাই চিরকাল তাকে
চোখের-বদলে-চোখ আর দাঁতের-বদলে-দাঁতই দাবী করতে
হবে। আমি বলিছি জ্ঞান আর বিজ্ঞানের ভিত্তির ওপর
রাষ্ট্র সমাজ প্রতিষ্ঠা পেলে মানুষ পশু থাকবে না; বলিছি,
শত শাসন, অশুশাসন, উপদেশ, সঙ্ঘেও ইতিহাস তাব
অনিবার্য দাবী পূর্ণ করিয়ে নেবে।

চৈতন্য। তাও পূর্ণ সত্য নয়।

মানুষ। পূর্ণ সত্য কি?

চৈতন্য। পূর্ণ সত্যের পরিচয় পেতে হলে মানুষকে ভাগবৎ-প্রেমের
পরশ পেতে হবে। গৌতম মানুষকে বড় করবার
চিন্তায় রাজ্য ছেড়ে এসেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ হবার পর
সর্বপ্রথমে সাহায্য চাইলেন সেই রাজাদেরই কাছে। বুদ্ধ

বুদ্ধ ছিলেন না। কিন্তু রাজারা বুদ্ধ হয়ে বুদ্ধকে পুতুল করে প্রতিষ্ঠা দিলেন। বুদ্ধ ভগবান মানতেন না। তিনি ছিলেন এই মার্জ-এর মতো মানুষের সংস্রব থেকে দূরে থেকে ত্রায় ও নীতি দিয়ে মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করায় বিশ্বাসী। কনফুসিয়াসও ছিলেন তাই। তাঁরা কেউ মানুষকে ভূমাব সন্ধানী করেননি, মানুষকে নীতির নিগড়ে আবদ্ধ করেছেন। ভারত বুদ্ধের সত্যকে গ্রহণ কবে বুদ্ধকে অবতার করে নিল। আবাব অবতারের পুনরাবিত্তাবেব উপর ভরসা রেখে সে যেমন কণ্ঠ ত্যাগ করল, তেমন পৌত্তলিকও হয়ে গেল। সারা পূর্ব-শিয়াই তাই হোলো। তাইত শক, হুন, পাঠান, মুঘল, কেরেন্তান, যুগে যুগে পূর্ব-এশিয়ার হানী দিয়ে সহজ্রেত সাম্রাজ্য স্থাপন কবতে, কলোনি গড়ে তুলতে, অব্যাপ শোষণ চালু রাখতে সক্ষম হোলো।

সীজার।

আজকার কথা বল, মহাপ্রভু, আজকার কথা বল।

চৈতন্ত।

আজও হিন্দু, বুদ্ধ, খ্রিস্টিয়ান, ডেমোক্রিটিক, টোটালে টেরিয়ান সকল রাষ্ট্রই পৌত্তলিকতার মোহে আত্মহার। এক ডজন রাষ্ট্রনাযক আব দলপতি অবিবত চেষ্টা করছেন বিশ্ববুদ্ধ মানুষকে ধার্মায় ফেলে, বাক্যেব চমক লাগিয়ে নিজেদের নীতিকে চালু রাখতে। তাঁরাই আজকার বিগ্রহ! সাধারণ মানুষ তাঁদেরই জয়নান তুলছে, আর ক্ষীণকণ্ঠে আবেদন জানাচ্ছে, শাস্তি দাও, স্বস্তি দাও, বস্ত্র দাও, আশ্রয় দাও, দাও দুবেলা পেট ভরে খাবার মতো অন্ন! নায়কদের কার হাতে স্যাটম-বোমা, কার পেছনে ক্রুট-মেজরিটি, কার করে দণ্ড-পুরস্কার, বদ আর অভয়! সকলেরই কণ্ঠে কিন্তু একটি মাত্র নির্দেশ:

ঠ্যাগ, ঠ্যাল, পাঁজরা-বার-করা বুক দিয়ে সবলে ঠেলে চল
রাষ্ট্রের রথ! প্রশ্ন করোনা, বিচাব কোরোনা, শুধু জুকুম
তামিল কর। তাঁদের হাতে য়াটম-বোমা, কর্ত্তে শাস্তিব
বুলি, মনে অপ্রতিদ্বন্দ্বি থাকবার দুর্জয় লোভ!

সীজাব। অবে! অবে! এরাই ত সীজাব। বলনা ছোকরা বলনা
কনস্তান্তিন, সীজাব জিন্দাবাদ!

সদানন্দ। }
কনস্তান্তিন। } সীজাব জিন্দাবাদ!

সীজাব। আমি বেঁচে আছি, ক্রিওপেত্রা! তুমি সত্য কথাই বলেছিলে,
আমি বেঁচেই আছি। তোমাব ক্রাইস্টের মতোই আমি
বেঁচে উঠেছি, সেইন্ট পল! আমি বেঁচে উঠেছি, হ্যানিবল!
তুমিও বেঁচে উঠবে। আবাব আমবা যুদ্ধ কবব, আবাব
আমরা দিগ্বিজয়ে বাব তব, আবাব আমবা স। গরা পৃথিবীর
অধীশ্বর তব। বল হ্যানিবল, বল ক্রিওপেত্রা, তুমিও
বল মাক্স, সীজাব জিন্দাবাদ! সীজাব জিন্দাবাদ!

[তাহার কথা শেষ হইবার আগেই সাইরেন বাজিল, এরোপ্লেনের শব্দ
হইল, সার্জিলাহ্ট অঙ্ককার আকাশ সন্ধান করিতে লাগিল। ক্রিওপেত্রা
চাৎকার করিয়া কহিল]

ক্রিওপেত্রা। ওরা আমার মিশর আক্রমণ করেছে।

হ্যানিবল। সারা আফ্রিকা ওরা পুড়িয়ে দেবে!

সদানন্দ। য়াটম বোমা ফেলবে ওরা!

[আর কেউ কোন কথা কহিল না। আকাশের দিকে চাহিয়া
রহিল মুন্তির মতে। ক্রিওপেত্রা সীজাবের কাছে গিয়া কহিল]

ক্রিওপেত্রা। সীজার! সীজার! পাথরের মূর্তির মতো কেন দাঁড়িয়ে
রইলে, সীজার! তোমার সৈন্যদের ডাক। মিশরের মাটি
থেকে দস্যুদের দূর করে দাও! কথা কও, সীজার, কথা
কও! তোমার চোখের ওপর তোমার ক্রিওপেত্রার মিশর
ধ্বংস করবে ওরা?

সীজার। হায়, ক্রিওপেত্রা! আমাতে আর বস্তু নেই। আমি আজ
ছায়া, কেবলই ছায়া, শুধুই ছায়া!

ক্রিওপেত্রা। হানিবল, সীজার আফ্রিকায় ভূমিষ্ট হয়নি, কিন্তু তুমি ত
হয়েছ। আর একবার মাতৃভূমির প্রতি তুমি তোমার
কর্তব্য পালন কর, হানিবল!

হানিবল। তুমি ত জান ক্রিওপেত্রা, ওর চেয়ে বড় কামনা কখনো
আমার ছিলনা, আজও নেই। আমি ডানি, মিশর,
মরক্কো, আলজেরিয়া, টিউনিশিয়া। কিছুই ওরা রাখবে না।
কিন্তু আমার দেহ কোথায়, পেশী কোথায়, প্রাণ
কোথায় ক্রিওপেত্রা? কেমন করে তোমাকে সাহায্য করব।

[বোমার, মেশিনগানেব, কামানের শব্দ হঠাৎ লাগিল]

সুপ্রভা। ওই ওরা বোমা ফেলছে!

সদানন্দ। ওরা কামান দাগছে!

কনস্টান্টিন। মেশিন গানও চালাচ্ছে ওরা!

হানিবল। ওরা মিশর রাখবেনা, আফ্রিকা ধ্বংস করবে ওরা!

ক্রিওপেত্রা। সেইন্ট পল, তোমার ক্রাইস্ট প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন।
তাঁকে স্মরণ করে, তাঁর শক্তি নিয়ে, সীজারকে আর
হানিবলকে বাঁচিয়ে দাও, সেইন্ট!

সেইন্ট পল। আমার সাধ্য কি যে, সে শক্তি আমি ধারণ করি! আর,

ଓବା ଦେହ ଫିରେ ପେଲେ ତୋମାଙ୍କେ ତ ଓବା ମାଛାୟା କବବେ
ନା, କ୍ରିଓପେତ୍ରା ।

କ୍ରିଓପେତ୍ରା । କବବେନା, ମ ଛାବ ?

ମୀଛାବ । ଓଦେବକେ ଡାଢ଼ିସେ ଦିସେ ମିଶବ ଧାମିଟି ଆବାବ ନଞ୍ଚଲ କବବ ।

କ୍ରିଓପେତ୍ରା । ଏକବାବ ତାହି କରେଛିଲେ ତୁମି । ଆବାବ ବାମ ଉଧ କବବେ
ଚାଓ, ଆମି ତା ସଟିବ ନା ।

ମୀଛାବ । ତାହଲେ ବେଢେ ନିସେ ବାବ ତୋମାଙ୍କେ ଶୋମେ, ନାମ କବବେ
ବେଢେ ଦୋବ ।

କ୍ରିଓପେତ୍ରା । ଏହି ତୋମାବ ଭାଲୋବାମା ।

ମୀଛାବ । ମୀଛାବଦେବ ମାଛବକେ ଭାଲୋବାସତେ ନେଟି, କ୍ରିଓପେତ୍ରା । ତାବା
ଭାଲୋବାସବେ ମାମାଜା, ମିଶିଜସ, ହତ୍ୟା, ନୃପନ, ମାଛବେବ
ନତି, ସ୍ବତି, ବିଶୁଷ୍ଟି ।

କ୍ରିଓପେତ୍ରା । ହାନିବଲ, ଯୁଗ-ଯୁଗ ତୁମି ଆମାବ ପାଶେ-ପାଶେ ଯୁବେଛ, ଆମାବ
କାନେ କାନେ କରେଛ ଆମାବ ଅଧବେ ତାସି ନୋଟାତେ
ପାରଲେହ ତୁମି ଧନ୍ୟ ହବେ ।

ହାନିବଲ । ଏଥନଓ ତାହି ବାଲ, କ୍ରିଓପେତ୍ରା । କିନ୍ତୁ ତୋମାବ ମିଶବକେ,
ତୋମାବ ଆମାବ ଆଫ୍ରିକାକେ, ବାଚାତେ ହଲେ ସେ ଦେହ ଚାହ ।
କେ ଦିବିସେ ଦେବେ ସେହି ମେହ, ବଜେବମତୋ ସ୍ବତ୍ତ ଆମାବ ମେହ ।

କ୍ରିଓପେତ୍ରା । ମତିଆତ, କେ ଦିବିସେ ଦେବେ । ମାଛ, ତୁମି ତ ମୁତଦେବକେ
ମଞ୍ଜିବୀତ କବବେ ଚାଓ । ତୁମି ପାସ ହାନିବଲକେ ବାଞ୍ଚିସେ
ଦିତେ ?

ମାଛ । ମୁତଦେବ ନିସେ ଆମି କଥନୋ ମାଥା ବାମାହିନି, କ୍ରିଓପେତ୍ରା ।
ଜୀବିତଦେବକେ ମୁତେବ ମତୋ ବାତେ ନା ଥାକତେ ହସ, ତାହି ଚାହି
ଆମି ।

କ୍ରିଓପେତ୍ରା । କିନ୍ତୁ ଓବା ସେ ମବ ମାଛବକେ ଯେରେ ଫେଲେ ।

মাক্স। তার আগে ওরাই সাবাড় হবে, ক্রিপেত্রা। তোমার মিশর মরবেনা, মরবেনা আফ্রিকার, আরবের, শোষিত মানুষ! ওদের এই আক্রমণ প্রমাণ করে দিচ্ছে ইউরোপের ধনতন্ত্র গভীর গহ্বরের মধ্যে এসে পড়েছে। তার পতন অনিবার্য।

ক্রিপেত্রা। থিয়োরী! থিয়োরী! এখনও থিয়োরী! মহাপ্রভু, তোমার কথাই সত্য। সীজারের শক্তি সত্যিই সসাম, সেইন্টপলের ধর্ম শুধুই নেগেটিভ; মাক্স-এর জ্ঞান-দর্শন হৃদ-হীন। সে সব সৃষ্ণ করে এগুনো যাবেনা! কালের দাবি ওরা কেউ পূর্ণ করতে পারবেনা। তুমি প্রেমের বজা বহিয়ে দাও, মহাপ্রভু। নাগম্য শান্ত হোক, অহিংস হোক, নির্লোভ হোক।

চৈতন্য। সে বজা ত একা আমি সৃষ্টি করতে পারিনা, মা!

ক্রিপেত্রা। কে পারে, তাই বল! তার কাছেই আমি ছুটে যাই। তাকেই সম্মোহিত করে টেনে আনি মিশরের সমর্থনে!

চৈতন্য। মোহে মজে যারা আসবে, তারা ত মিশরকে মুক্তি দিতে পারবেনা, মা। যারা তোমার মিশরকে আক্রমণ করেছে, তারা মোহাচ্ছন্ন হয়েই এসেছে। মোহ বিস্তার করে যাদেরকে তুমি টেনে আনবে, তারাও আসবে মারণ-অস্ত্র হাতে নিয়ে। দুই দলই তখন মত্ত হয়ে উঠবে হত্যায় দক্ষতা দেখাতে। রকেট বোমা, গ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, তখন প্রযুক্ত হবে তোমার মিশরকে উপলক্ষ করে।

ক্রিপেত্রা। তাহলে তোমার প্রেমের বাণীও কি শুধুই বুলি!

চৈতন্য। শুধুই বুলি, যতক্ষণ না মানুষের চিন্তা কানায়-কানায় তাতে ভরে ওঠে। কেবল ভাগবত প্রেমই মর্ত্যে আনতে পারে প্রেমের প্রাণন।

ক্রিওপেত্রা। কিছু তার অপেক্ষায় থাকতে হলে আমার মিশর যে
পৃথিবীর বক থেকে লুপ্ত হবে!

হানিবল। আফ্রিকাও থাকবেনা!

সীজার। রোমই কি থাকবে, তাহলে?

সুপ্রভা। এসিয়াও যাবে।

চৈতন্য। মোহ সৃষ্টি করে যুদ্ধ দিয়ে যুদ্ধ নিবারণ করতে চাহলে তাই
হবে।

ক্রিওপেত্রা। তবে, মল্যপ্রভু, প্রেমের প্লাবন কবে বইবে তবে?

চৈতন্য। তার উৎস রাজনৈতিকরা এতদিন পাথর-চাপা রেখেছিলেন।
আজ তাঁরাই ভাবছেন উৎস-মুখ খুলে না দিলে আর নিস্তার
নেই। তাহত আজ পৃথিবীর বায়ট্রি জাতি এই আক্রমণের
বিষ নিজেদের কণ্ঠে তুলে নিয়ে পবম্পরের হাত
ধরাধরি করে যুদ্ধের উত্তেজনাকে দমন করতে চাইছে।
পৃথিবীতে :মনটি আগে কখনো ঘটেনি।

চৈতন্য। আসন্ন সেইন্ট পল, আর্ক-মানুষ আমাদেরই সেবা চাইছে।

সেইন্ট পল। চলুন, মহাপ্রভু।

[চৈতন্য ও সেইন্ট পল চিঙ্গা গেলেন]

সীজার। আবে, সম্রাটসারা সময় বুঝে সরে পড়ল যে।

ক্রিওপেত্রা। মিশর এই বিপদে পড়েছে দেখেও!

সুপ্রভা। চিরদিনই গুরা এস্কেপিষ্টস্! গুরাই এতক্ষণ বলছিলেন
মানব-প্রেম অমোঘ অস্ত্র! বলছিলেন, মাক্স' মানুষের
হৃদয়ের কথা ভাবেন না! হিপজিটস!

সীজার। হানিবল! কনস্টান্টিন! তোমরা ত মানব প্রেমের মূল্য
দাওনা। তোমরাই বা ক্রিওপেত্রার প্রেমের ফাঁস গলায়

পরবার লোভে এখানে বোকাব মত দাঁড়িয়ে বসেছে কেন ? চল, পোর্ট-সৈয়দে যাই আমবা। চল শোশোব, বারদেব, প্রভুদেব, দাসদেব, লুষ্ঠনের, ধর্ষণেব, হত্যাব এই নৃতনতম সংগ্রাম-লালা চেখে-চেখে আমরা উপভোগ করিগে। যদি উদ্ভেজিত হয়ে উঠি, আমরা ত কেউ কাউকে আর আঘাত করতে পাবব না। পরাজিত হবার ভয়ও আমাদের আর নেই! আমাদের দেও নেই, মাংস নেই অস্থি নেই, মজ্জা নেই। আমবা ত এখন ছায়া, শুবুট ছায়া, কেবলহ ছায়া।

ক্লিওপেত্রা। তুমিও চলে যাবে, সীজার, আমরা এই সংগ্রামে সীজার। আজও বুঝলে না ক্লিওপেত্রা, শুবা ছায়া গুল্মবীৰ চেয়ে সংগ্রামই আমাদের কাছে অপিকৃতব সত্য। এস কনগাধিনী, এস হানিবল।

[সীজার অশ্রুসর হইলেন, কনগাধিনী তার অনুসরণ কাবলেন।]

হানিবল। আসি, ক্লিওপেত্রা ?

ক্লিওপেত্রা। হানিবল ! তুমিও চলে যাবে আফ্রিকাব এই ভূঃসমুদ্রে।

হানিবল। সীজারের সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়ে দিতে চেয়েছিলে তুমি। তুমি জানতে না, আমাদের মিলন সম্ভব শুদুই সংগ্রামে, প্রণয়ে কখনো নয়।

সীজার। যেমন আমেরিকার আর রাশিয়ার মিলন হয় সংগ্রামে, অংগ বিরোধ হয় বিশ্ব-শান্তির প্রাণে !

[হানিবলও চলিয়া গেল। ক্লিওপেত্রা কিছুকাল সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া ক্রিয়া চাঞ্চল্য-মায় -এব দিকে। তারপর তাহার কাছে গিয়া কহিল।]

ক্রিওপেত্রা। মাঝী।

মাঝী। বল।

ক্রিওপেত্রা। তুমি যে গেলেনা ওদের সঙ্গে ?

মাঝী। ওদের পথ আর আমার পথ এক নয়। ওবা চায় সংগ্রামের পব সংগ্রাম, উদ্দেশ্যহীন সংগ্রাম। আর আমি চাই চিবদিনেব জন্তু সব সংগ্রাম শেষ ক'রাব সংগ্রাম। সংগ্রামের শেষ অব্যায় শুরু হয়েছে। মিশব বাচবে। বিবেক সব দক্ষিত, শোষিত, উপেক্ষিত মাছুব বাচবে। তাৎপর্যেব অভাব নয়, আর্থিক সমগ্রাব অভাবই সংগ্রামের হেতু। আমি চল্লাম শেষ-খতিয়ান সমাপ্ত কবতে।

[মাঝীও চায়া গেলেন। ক্রিওপেত্রা অভিভূত মতো কিছুক্ষণ দাড়াইয়া রহিলেন। যুদ্ধের নানা কৈশোর বর্ণনা গ্রীষ্মকালীন প্রভাতে লাগিল।]

ক্রিওপেত্রা। মাঝী ও বহল না।

একে একে সবাই চলে গেল। তোমরা, ভাবত থেকে এসেছ তোমরা, তোমরা গাবেনা ?

সদানন্দ। কেমন কবে যাব ? কাইরো থেকে পুন ছাড়েনা, স্নায়ুজ খাল বন্ধ।

সুপ্রভা। থাম। সব বিষয় নিয়ে ভাঁড়ানো কবোনো ! আমরা যাব না, ক্রিওপেত্রা। মিশবেব দুর্দিনে আমরা মিশব সত্যগ কববনা।

ক্রিওপেত্রা। কী করবে তোমরা ?

সুপ্রভা। জানি না। কী করবাব আছে তাও জানি না। কী কবতে পারি, তাও জানি না ! শুধু জানি, মিশবিদের বিপদে মিশবিদেরই পাশে দাঁড়িয়ে মিশবিদেরই সাথে মরতে পাবব।

ক্লিওপেত্রা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা যে জান, মানুষ মরেও অমর হয়।

সুপ্রভা। না, না, তাও আমরা জানি না। শুধু শুনিছি। কিন্তু আমরা তা বিশ্বাস করিনা।

ক্লিওপেত্রা। তবে তোমরা কী করবে? কী করবে মিশরীরা? কে বলে দেবে? কে দেখাবে আলো?

সুপ্রভা। তোমাদের ওই Sphinx-এর কাছে জিজ্ঞাসা কর না?

ক্লিওপেত্রা। আমাকে ও কিছুই বলবেনা! ওর কোলে কত খেলা করেছে, কত রাত ওর পিঠে শুয়ে আকাশের তারার দিকে চেয়ে চেয়ে প্রহর কাটিয়েছি, কত রকমে ওকে খুসি করতে চেয়েছি! কিন্তু আমার কাছে চিরদিনই ও যে-পাষণ, সেই-পাষণ! আমাকে ও কিছুই বলবে না। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে ও মুক হয়ে শুয়ে থাকবে, যুগ-যুগান্তর যেমন আছে!

সুপ্রভা। তবে আমাদেরই জিজ্ঞাসা করতে দাও।

ক্লিওপেত্রা। কিন্তু আমার সাম্নে ও কিছুই বলবে না।

সুপ্রভা। তুমি তোমার সহচরীদের নিয়ে সরে যাও। আমরা ডাকলেই ফিরে এস।

ক্লিওপেত্রা। কেউ যখন কোথাও নেই পরামর্শ দিতে, তখন আমার হাতে ওর কাছেই তোমরা পরামর্শ চাও। আমি সহচরীদের নিয়ে দূরেই সরে থাকি।

সুপ্রভা! তাই থাক।

[ক্লিওপেত্রা বাইতে বাইতে কিরিয়ঁ দাঁড়াইয়া কহিল]

ক্লিওপেত্রা। ও কিন্তু খুব কঠিন প্রশ্ন করবে!

সুপ্রভা। জানি।

— [ক্লিওপেত্রা আরো বানিক দূর গিয়া কিরিয়ঁ আসিল]

ক্রিওপেত্রা । না, না, তোমরা যেয়োনা ওব কাছে ।

সুপ্রভা । কেন !

ক্রিওপেত্রা । যদি ওব জবাব-দেবাব শর্ত হয় তোমাদেব জীবন ।

সুপ্রভা । দোব, জীবনই দোব ।

সদানন্দ । আমরা ত বলেছি মিশরিতেব পাশে লাড়িয়ে মিশরিতেব
সাথে মবতেও প্রস্তুত আমরা । বলিনি ?

ক্রিওপেত্রা । বলেছ ।

সুপ্রভা । শুধু সেই কথাটির মনে বেথ ।

ক্রিওপেত্রা । অ্যাম বেশি দুবে কোথাও যাব না ।

[ক্রিওপেত্রা সহচরীদের লইয়া চলিয়া গেল । তৎক্ষণাতই কিছুকাল
শুধু হস্তা দাঁড়াইয়া রহিল]

সুপ্রভা । ওল !

সদানন্দ । কিন্তু আমার তা ভয় ক'রাছে ।

সুপ্রভা । আমার হাত ধব ।

[দুইজনে হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে আগ্রসর হইয়া Sphinx-এর সাম্নে গিয়া
দাঁড়াইল । যুদ্ধের শব্দ সমানই চলিতে লাগিল । তরুণ তরুণী Sphinx এর
সাম্নে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কহিল]

সুপ্রভা । ওথা কও, কথা কও,

অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে কেন বসে চেয়ে রও ?

কও, কও, কথা কও ।

সদানন্দ । কথা কও, কথা কও ।

সুপ্রভা } কোন কথা কহু হারাওনি তুমি, সব তুমি তুলে লও --

কথা কও, কথা কও ।

সদানন্দ } [Sphinx এর চক্ষু দুটি অলিয়া উঠিল, যুদ্ধের কোলাহল যুহু হইল]

- সদানন্দ । কইবেন ! উনি কথা কইবেন ।
- সুপ্রভা । চোথ দুটি তারার মতো জলে উঠল ।
- সদানন্দ । যুদ্ধের কোলাহলও থেমে গেল । ক্রিওপেত্ৰা ! ক্রিওপেত্ৰা !
- সুপ্রভা । চুপ্ !
- নরসিংহ । কে তোমরা ?
- সুপ্রভা । ভারতবর্ষ থেকে এসেছি ।
- নরসিংহ । কি চাও ?
- সুপ্রভা । ভবিষ্যৎ জানতে চাই ।
- নরসিংহ । তার আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে ?
- সুপ্রভা । পারব ।
- নরসিংহ । পারবে !
- সুপ্রভা । দয়া করে জিজ্ঞাসা করুন ।
- নরসিংহ । জবাব যদি না দিতে পার ?
- সুপ্রভা । যুগলে আত্মবলি দোব ।
- নরসিংহ । ক্রিওপেত্ৰাকে ডাকছিলে তোমরা । তোমরা আত্মবলি দিলে সে এসে কেঁদে পড়বে । তখন তোমাদেরকে আবার বাঁচিয়ে দিতে হবে । কঁকি দিয়ে তোমরা জবাবটি জেনে নেবে ।
- সুপ্রভা । ক্রিওপেত্ৰা আসবে না । তাকে আমরা ডেকেছিলাম । সে এল না ।
- নরসিংহ । এল না !
- সদানন্দ । না ।
- নরসিংহ । যেমন তার মায়া, তেমনিই অভিমান ; নলের মেয়ে কিনা ।
- সুপ্রভা । ক্রিওপেত্ৰার কথা আমরা শুনতে আসিনি ।
- নরসিংহ । তবে আমার প্রশ্নের জবাব দাও ।

সুপ্রভা । প্রশ্ন করুন ।

নবসিংহ । বলত, এমন কোন জীব আছে যা কখনো চতুষ্পদ, কখনো দ্বিপদ, কখনো ত্রিপদ ?

সুপ্রভা ।
সন্ধানন্দ । } আমবা জানি, জানি ওব জবাব ।

নবসিংহ । জান ।

সুপ্রভা । জানি । ঈডিপাস জবাব দিয়েছিলেন । আমবা পড়েছি ।
ওব জবাব মাছুম ।

নবসিংহ । তোমবা যা প্রশ্ন কববে তাঁও জবাব মাছুম ।

সুপ্রভা । আমবা এখনো প্রশ্ন কবিনি ।

নবসিংহ । কব প্রশ্ন ।

সন্ধানন্দ । 'বটেন আব ফ্রান্স মিশব আক্রমণ করেছে । মিশরীবা
কমন কবে গ্রা য়বক্ষা কববে ? কেমন করে বাঁচবে তাঁবা ?

নবসিংহ । মিশরীবা যে মাছুম চখেছে, তাঁবই পবিচয় দিয়ে ।

সুপ্রভা । মিশরীবা যে ভুলল ।

নবসিংহ । মাছুম ছুয়ল নয় ।

সুপ্রভা । সখ্যায়, শকদেব তুলনায়, তাঁবা যে নগণ্য ।

নবসিংহ । পৃথিবীতে মাছুমের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, দিন দিন
তাঁবা সচেতন হচ্ছে । তাঁবাহঁ সহায়তা করবে মিশরীদেরকে
।দি মিশরীবা মাছুমের পবিচয় লিখে পাবে ।

সুপ্রভা । কিছ -

নবসিংহ । তিনটি প্রশ্ন কবেছ, জবাবও পেয়েছ । আব প্রশ্ন কবো না,
জবাব আমি দোব না ।

সুপ্রভা । কিছ ও-কথা ও চেতনা মতা প্রহুও বলেছিলেন ।

নরসিংহ। বলবেনই ত। তিনি যে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য। তোমরা ভারত থেকে এসেছ আমার কাছে। না এলেও তোমাদের দেশে থেকেই এ-কথা জানতে পারতে যে, মানুষ আজও মানুষ হয়নি বলেই আমার সারাটা দেহ এখনো পশু-দেহ রয়েছে, ক্রাইষ্ট এখনো ক্রসে ঝুলছেন, বুদ্ধের মূর্তি পাহাড়ে-কাননে পাষাণ হয়ে দিবস গণনা করছে। মানুষে মানুষে পরম প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে যেদিন, সেই দিনই হবে আমার মুক্তি, খ্রীষ্টের মুক্তি, বুদ্ধের মুক্তি, যার অর্থ, মানুষের মুক্তি।

সুপ্রভা। তারপর ?

সদানন্দ। বলুন, তারপর আর কি হবে ?

সুপ্রভা। আমাদের সকল সংশয় এখনো ঘোচেনি ?

সদানন্দ। ক্রিওপেত্রাকে কি বলব, বলে দিন !

সুপ্রভা। মিশরীদের কী বলব, শুনিয়ে দিন।

সদানন্দ। আর কথা কইবেন না !

সুপ্রভা। তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখেছ মজ্জায় মিশাইয়া

যাত্রাদের কথা ভুলেছে সবাই

তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই

বিশ্বত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে কও

ভাষা দাঁও তাবে হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও।

[দুইজনেই Sphinx-এর পদতলে লুটাইয়া পড়িল। এক কিছুকাল শুক রহিল। সহসা আবার সাইরেণ বাজিয়া উঠিল। সদানন্দ লাক্ষাইয়া উঠিয়া আশ্চর্যে ডাকিল।]

সদানন্দ। ক্রিওপেত্রা ! ক্রিওপেত্রা ! ক্রিওপেত্রা !

- সুপ্রভা । কোথায় যাও ? কাছে এসে বোস ।
- সদানন্দ । ডাকলেই ফিরে আসবে বলেছিল ক্রিওপেজা । এল না ত !
- সুপ্রভা । সে আর আসবেনা ।
- সদানন্দ । আসেবেনা ? কেন !
- সুপ্রভা । সে আর সত্য নয় ।
- সদানন্দ । সীজার, হ্যানিবল, কনস্টান্টিন, সেইন্টপল, মাক্স, চৈতন্যমহাপ্রভু ?
- সুপ্রভা । কেউ আজ আর সত্য নন !
- সদানন্দ । এতক্ষণ তবে কি আমরা স্বপ্ন দেখছিলাম ?
- সুপ্রভা । না । নিজাদেরও অজানায় সত্যের সন্ধানে সূদূর অতীতে সীতার কাটছিলাম ।
- সদানন্দ । এখন ?
- সুপ্রভা । বর্তমানে ফিরে এলাম ।
- সদানন্দ । পেলাম কি ?
- সুপ্রভা । সত্যের সন্ধান ।
- সদানন্দ । কী সত্য ?
- সুপ্রভা । সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই ।
- সদানন্দ । সে মানুষ কোথায় ?
- সুপ্রভা । সেই বায়ট্রিট দেশে, ইউ-এন-ও'তে যাদের প্রতিনিধিরা এই বর্ধরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলেছে । এমন কি, মাইনরিটি হল্ড, ব্রিটেনে-ফ্রান্সে যারা আমাদের কর্তে কণ্ঠ মিলিয়েছে । যারা ইউ-এন-ও'তে ত্রায়সঙ্গত স্থান না পেয়েও এই এগ্রেসনকে ব্যর্থ করে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছে । চরম দুর্দিন ঘনিয়ে আসতেই দেশে-দেশে মানব-প্রীতির বান ডেকেছে, মদমত্ত ঐরাবতরা ভেসে যাবে ।

সদানন্দ । এ ত চৈতন্তের কথা ।

সুপ্রভা । চেতনারও কথা ।

সদানন্দ । প্রীতিই চেতনা ? প্রীতিই জীবন ?

সুপ্রভা । কাল-সমুদ্র মন্থনের ফলে ওই অমৃতই হয়ত উঠেছিল । ও না হলে লিবাটি, ইকোয়ালিটি, ফ্রেটারনিটি, সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যায় । কেবলমাত্র মনের প্রীতিতে অভিষিক্ত হলেই শতদলেব মতো ও-সব ফুটে ওঠে ।

সদানন্দ । কি সব ?

সুপ্রভা । লিবাটি, ইকোয়ালিটি, ফ্রেটারনিটি, কলেকটিভলাইফ, হিউম্যান ইনফ্লোয়েন্স, মানবজীবনের লীলা-কমল ।

সদানন্দ । সবই ফুটে উঠবে ?

সুপ্রভা । সব ।

সদানন্দ । সবাই ফুটে উঠবে ?

সুপ্রভা । সবাই ।

সদানন্দ । পৃথিবীতে একমাত্র হতভাগ্য কি আমিই থাকব, যে প্রীতিব প্রাবনে গা ভাসিয়ে দিয়েও বিন্দুমাত্র প্রেম পাবেনা ?

সুপ্রভা । কী আর করবে, বল ! ক্লিপেজ। যে তোমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলেন !

সদানন্দ । উর্বরী ত পান্থেই বসে । কৃপা করে ভূজপাশে বেঁধে নিন না । ইংরেজরা ধনতান্ত্রিক হলেও বুদ্ধিমানের মতো বলে, চ্যারিটি বিগিনস য্যাট হোম । প্রীতির প্রাবনে ও-নীতি নেহাৎই দুর্নীতি হবে না !

সুপ্রভা । তথাস্ত, পরখ করেই দেখা যাক !

Sphinxএর পঞ্চতলে বসিয়াই সুপ্রভা বাহুলতা দিয়া সদানন্দের কণ্ঠ জড়াইয়া খরিল ।

সদানন্দ । আব ডালিমেব দানাব স্বাদ ?

সুপ্রভা । এবার আর ভালগার বলব না !

সদানন্দ । কী তবে বলবে ?

সুপ্রভা । বলব, নিতে যে জানে না, তাকে দিতে যাওয়া দৈন্তের
পরিচয় ।

[ছুঁজুনাহি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ।]

স্ববনিকা



